ত্রৈমাসিক মানবাধিকার প্রতিবেদন

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪

প্রকাশক: অধিকার
প্রকাশকাল: ৫ এপ্রিল ২০২৪

মুখবন্ধ

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে একটি মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো, প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* দলমত নির্বিশেষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভিকটিমদের পাশে দাঁড়ায় এবং ভিকটিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে।

২০২৪ সালের প্রথম তিন মাসের মানবাধিকার পরিস্থিতি বর্তমান সরকারের আমলে গত ১৫ বছরের মানবাধিকার পরিস্থিতির ধারাবাহিক রূপ। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর নির্বাচনী ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়ে জোর করে ক্ষমতায় থাকার কারণে মানবাধিকার পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারন করেছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি, নির্যাতন বিরোধী সনদ, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদসহ ৮টি মূল আন্তর্জাতিক সনদ/চুক্তি অনুস্বাক্ষর করেছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত সংক্রান্ত রোম সংবিধিতেও অনুস্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। কিন্তু এই সনদ/চুক্তিগুলো পালন না করে বর্তমান সরকার জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে প্রহসনমূলক নির্বাচনের[১] মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করায় দেশে গণতন্ত্র, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসনের ক্ষেত্রে ব্যাপক শূন্যতা তৈরি হয়েছে। ফলে ক্ষমতায় থাকার জন্য সরকার দমন-পীড়নের পথ বেছে নিয়েছে।

অধিকার তার মানবাধিকার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে ২০১৩ সাল থেকে চরম রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও হয়রানির সম্মুখিন হচ্ছে। ২০১৩ সালে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন প্রকাশের কারণে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ এর আওতায় *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান এবং পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে ২০২৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ঢাকা সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক এএম জুলফিকার হায়াৎ দুই বছরের কারাদণ্ড এবং উভয়কে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। ২০২২ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধিনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো *অধিকার* এর নিবন্ধন ৮ বছর ঝুলিয়ে রেখে তা নবায়ন করতে অস্বীকৃতি জানায়। রাষ্ট্রের চলমান হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও *অধিকার* মানবাধিকার লংঘনের বিষয়গুলো তুলে ধরছে। সরকার কর্তৃক নিপীড়ন, নিয়ন্ত্রণ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের কারণে প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রে সেল্ফসেন্সরশিপ আরোপ করতে হয়েছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে *অধিকার* ২০২৪ সালের প্রথম তিন মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

[১] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ একতরফাভাবে অংশ নেয়। এই বিতর্কিত নির্বাচনে জনগণ তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত হন এবং ১৫৩ জন সংসদ সদস্য ভোটগ্রহণের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে আধিকাংশ ভোটকেন্দ্রে আগের রাতে ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্সে ভরে রাখা, জাল ভোট দেয়া, ভোটারদের প্রকাশ্যে ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীদের ভোট দিতে বাধ্য করা, কেন্দ্র দখল ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীদের এজেন্টদের আটক ও বের করে দেয়া এবং ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ অন্যান্য অনিয়মের ঘটনা ঘটে, যা ছিল নজিরবিহীন।

সূচীপত্র

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪ ..... ২

নির্বাচন কমিশন ও একদলীয় প্রহসনমূলক দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ৩

স্থানীয় সরকার নির্বাচন ৬

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা ৬

বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের ওপর নিপীড়ন অব্যাহত ৯

নির্বতনমূলক দ্রুত বিচার আইন স্থায়ীকরণ ১১

বিরোধীদলের সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা ১২

দুর্নীতির ব্যাপকতা এবং দুর্নীতি দমন কমিশন ১৪

বিচারবহির্ভুত হত্যাকাণ্ড ১৫

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও নিরাপত্তা বাহিনীর নির্যাতন, মর্যাদাহানিকর আচরণ, জবাবদিহিতার অভাব ও হেফাজতে মৃত্যু ১৬

গুম ১৭

মৃত্যুদণ্ডের বিধান ও মানবাধিকার ১৮

কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন ১৯

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা ২০

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ২০

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ২২

ধর্ষণ ২৪

যৌন হয়রনি ২৫

যৌতুক সহিংসতা ২৫

এসিড সহিংসতা ২৬

ভারত সরকারের নীতি এবং বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে মানবাধিকার লংঘন ২৬

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা ও মানবাধিকারকর্মীদের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ২৮

সুপারিশসমূহ: ২৯

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪

জানুয়ারি - মার্চ ২০২৪*					
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	০	০	০	০
	নির্যাতনে মৃত্যু	১	১	০	২
	গুলিতে নিহত	০	০	০	০
	মোট	**১**	**১**	**০**	**২**
গুম		০	০	১	১
কারাগারে মৃত্যু		১৫	১৫	১১	৪১
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	২২	১৫	৮	৪৫
	আহত	১৫৫৫	৩৮৫	২০২	২১৪২
মৃত্যুদণ্ড	মৃত্যুদণ্ডাদেশ	৩৬	৪৩	৩২	১১১
	মৃত্যুদণ্ড কার্যকর	০	০	০	০
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	২	০	৪	৬
	বাংলাদেশী আহত	০	১	৪	৫
	মোট	**২**	**১**	**৮**	**১১**
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত	০	০	০	০
	আহত	২৯	১৪	৮	৫১
	লাঞ্ছিত	২	২	২	৬
	আক্রমন	০	০	৪	৪
	গ্রেফতার	০	০	১	১
	হুমকির সম্মুখীন	৯	২	৯	২০
	মামলা	০	২	১	৩
	মোট	**৪০**	**২০**	**২৫**	**৮৫**
গণপিটুনীতে মৃত্যু		৬	৪	৮	১৮

* অধিকার ডকুমেন্টেশন

নির্বাচন কমিশন ও একদলীয় প্রহসনমূলক দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

১. জাতীয় সংসদ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সরকারের আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশন এই সরকারের অধীনে পূর্ববর্তী কমিশনের মতোই ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি আরেকটি প্রহসনমূলক জাতীয় সংসদ নির্বাচন করে। এই একতরফা ও প্রহসনমূলক নির্বাচন করার লক্ষ্যে ২০২৩ সাল জুড়ে পরিকল্পিতভাবে বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের (বিশেষ করে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর) ওপর সরকার ব্যাপক হামলা ও দমন-পীড়ন চালায়। প্রধান বিরোধীদল বিএনপিসহ অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগ, সংসদ বিলুপ্তকরণ এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের জন্য আন্দোলন করে আসছিলো। সর্বশেষ গত ২৮ অক্টোবর আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের ব্যবহার করে বিএনপির মহাসমাবেশ ভন্ডুল করার মধ্যে দিয়ে সর্বাত্মক আক্রমনে যায় সরকার। বিএনপি ছাড়াও বামপন্থী, ইসলামপন্থী দলসহ অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এই নির্বাচন বর্জন করে। এই প্রহসনমূলক নির্বাচনের আগে সরকার নতুন নতুন দল (কিংস পার্টি হিসেবে পরিচিত) তৈরি করার ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করায়। এছাড়া এই নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক দেখানোর জন্য নিজ দলীয় নেতাদের স্বতন্ত্র প্রার্থী (ডামি প্রার্থী) হিসেবে দেখিয়ে 'প্রতিদ্বন্দ্বিতা' করায়।[২] অথচ দলীয় মনোনীত প্রার্থীর বিপরীতে দলের কেউ প্রার্থী হলে আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রের ৪৭ (ঠ) অনুযায়ী তাকে বহিস্কার করার বিধান রয়েছে। মূলত কৃত্রিমভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহ সৃষ্টি করার জন্য আওয়ামী লীগ তার দলীয় সংবিধান বহির্ভূত এই সিদ্ধান্ত নেয়। আওয়ামী লীগ নিজের দলের মধ্যে একটি জাতীয় নির্বাচনকে সীমাবদ্ধ রাখলেও নির্বাচনের আগেই সারা দেশে ব্যাপকভাবে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়ে বেশ কিছু ভোটকেন্দ্র জ্বালিয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে নির্বাচনে জনগণকে ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানায় নির্বাচন বর্জনকারী রাজনৈতিক দলগুলো। এই ডাকে সারা দিয়ে অধিকাংশ ভোটার এই একতরফা ও প্রহসনমূলক নির্বাচন বর্জন করে।[৩]

২. নির্বাচনের দিন অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রের ভেতরে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল খুবই কম।[৪] ভোটার উপস্থিতি দেখাতে ডামি ভোটার লাইন তৈরি করে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা।[৫] যদিও সরকারের আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশন জানায় যে ৪১.৮ শতাংশ ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। অথচ নির্বাচন কমিশনই জানায় বিকেল ৩টা পর্যন্ত ৭ ঘন্টায় মোট প্রদত্ত ভোট ২৭ দশমিক ১৫ শতাংশ।[৬] ইসির হিসেবে শেষ ১ ঘন্টায় ১৫ শতাংশ ভোট পড়ায় জনমনে প্রশ্ন উঠেছে।[৭] খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটির ২৭টি কেন্দ্রে কোন ভোটই পড়েনি।[৮] সারাদিন যে সব কেন্দ্র ফাঁকা ছিল সেখানেও ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ ভোট দেখানো হয়েছে।[৯] নির্বাচনের শেষ মুহূর্তে গণহারে ব্যালট পেপারে প্রকাশ্যে সিল মারার ঘটনা ঘটে।[১০] নির্বাচনে

---

[২] মানবজমিন, ২৭ নভেম্বর ২০২৩; https://mzamin.com/news.php?news=85494

[৩] যুগান্তর, ৮ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/760577/

[৪] মানবজমিন, ৮ জানুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=92081, মানবজমিন, ৮ জানুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=92083, প্রথম আলো, ৮ জানুয়ারি ২০২৪; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=812205dd39&eid=1&imageview=0&epedate=08/01/2024&sedId=1, যুগান্তর, ৮ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/760641/, *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জেলার মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন।

[৫] মানবজমিন, ৮ জানুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=92143, মানবজমিন, ৮ জানুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=92148

[৬] সমকাল, ৮ জানুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/politics/article/217119/

[৭] মানবজমিন, ৮ জানুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/uploads/cover/2024-01-0824_Back%20Page%20(08-01-2024)-CITY%20copy.webp

[৮] প্রথম আলো, ৮ জানুয়ারি ২০২৪; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=8168f06cd1&eid=1&imageview=0&epedate=08/01/2024&sedId=1

[৯] সমকাল, ১১ জানুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/politics/article/217549/

৩০০ আসনের মধ্যে ২৪১টি আসনে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হয়নি। এরমধ্যে ১০৪টি আসনে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের প্রার্থীর বিপরিতে থাকা সবাই জামানত হারিয়েছে।[১১]

পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলার জামলা গাবতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে দুই প্রার্থীর এজেন্ট মিলে গণহারে সিল মেরে ব্যালট বাক্সে ফেলছেন। ছবি: প্রথম আলো, ১০ জানুয়ারি ২০২৪

৩. মূলত আওয়ামী লীগের মনোনীত এবং আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও বিভিন্ন জায়গায় কেন্দ্র দখল[১২], সংঘর্ষ, বিরোধীদলের এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া, ককটেল বিস্ফোরন ও জালভোটসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১৩] বিভিন্ন কেন্দ্রে শিশু-কিশোরদের ভোট দিতে দেখা গেছে।[১৪] নির্বাচনী কর্মকর্তাদের বিভিন্ন অনিয়মে জড়িয়ে পড়তে দেখা গেছে।[১৫] ঢাকা ও দিনাজপুরে ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার আগেই প্রার্থীদের এজেন্টদের কাছ থেকে বেআইনীভাবে রেজাল্ট শিটে স্বাক্ষর নিয়ে রাখেন প্রিসাইডিং কর্মকর্তা।[১৬] নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের কাছে ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে অনিয়ম-কারচুপি ও ভোট জালিয়াতির অভিযোগ করেও বিরোধী প্রার্থীরা কোন সাড়া পাননি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১৭] নির্বাচনের দিন সংঘর্ষে ২ জন নিহত হন।[১৮]

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১ আসনের একটি কেন্দ্রে জাল ভোট দিতে এসেছে দুই কিশোর। ছবি: যুগান্তর, ৮ জানুয়ারি ২০২৪

---

[১০] প্রথম আলো, ১০ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/nnp51gsxdn
[১১] প্রথম আলো, ১০ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/politics/7ywjrv72xr
[১২] মানবজমিন, ৮ জানুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=92080
[১৩] যুগান্তর, ৮ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/760546/
[১৪] যুগান্তর, ৮ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/760570/
[১৫] যুগান্তর, ৮ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/760648/
[১৬] প্রথম আলো, ৭ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/o0pyt5vhjm
[১৭] যুগান্তর, ৮ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/national/others/760538/
[১৮] যুগান্তর, ৮ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/760546/

চট্টগ্রাম-১০ আসনের পূর্ব নাছিরাবাদ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে নৌকা প্রতীকে সিল মরা ব্যালট পেপার। ছবি: প্রথম আলো, ৭ জানুয়ারি ২০২৪

৪. দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় জবাবদিহিতার অভাবে ব্যাপক দুর্নীতির মাধ্যমে নতুন ধনিক শ্রেণী তৈরি হয়েছে। এই ধনিক শ্রেণী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই তথাকথিত নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ সদস্য হওয়া প্রায় ৬৭ শতাংশ ব্যবসায়ী এবং প্রায় ৯০ শতাংশই কোটিপতি।[১৯]

৫. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলেছে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল একপাক্ষিক ও পাতানো।[২০] সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) ও এই নির্বাচনকে আসন ভাগাভাগির একতরফা নির্বাচন বলে আখ্যায়িত করেছে। নির্বাচন কমিশন ৩০০ আসনে গড়ে ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে দাবি করলেও বাস্তবে এটা ছিল অনেক কম।[২১] নির্বাচন নিয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান ফলকার টুর্ক এক বিবৃতিতে বলেন, এই নির্বাচনকে সামনে রেখে বিগত মাসগুলোতে বিরোধী দলের হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে নির্বিচারে আটক বা ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে। এছাড়া নির্বাচনের দিন সহিংসতা এবং বিরোধী প্রার্থী ও সমর্থকদের ওপর দমন-পীড়ন চালানো হয়।[২২]

৬. ৭ জানুয়ারি'র প্রহসনমূলক নির্বাচণে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলো এই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা থেকে বিরত থাকে। নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা প্রমান করার জন্য সরকারি খরচে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে অভিজ্ঞতাহীন বিদেশী ব্যক্তিদের নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসেবে আমন্ত্রণ করে আনে। পর্যবেক্ষণে আসা ১২টি দেশের ৮০ জন বিদেশী পর্যবেক্ষককে ঢাকায় একটি পাঁচতারা হোটেলে রাখা হয় এবং তাঁদের থাকা খাওয়ার সমুদয় ব্যয় মেটানো হয় রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে।[২৩]

৭. নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সারা দেশে ব্যাপক সহিংসতার ঘটনা ঘটে, যা পরবর্তীতে মার্চ মাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।[২৪] দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৩৯টি জেলায় এই সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে।[২৫] সংঘর্ষের সময় হাতে বানানো বোমা বিস্ফোরণ, দেশীয় অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার,[২৬] বাড়িঘরে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।[২৭] এই সব সংঘর্ষে ৬ জন নিহত ও শত শত লোক আহত[২৮] হন।[২৯]

---

[১৯] সমকাল, ২৪ জানুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/219484/

[২০] যুগান্তর, ১৮ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/764274/

[২১] প্রথম আলো, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/opinion/column/nbopri7osf

[২২] যুগান্তর, ৯ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/national/763012/

[২৩] মানবজমিন, ৩ জানুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=91315

[২৪] যুগান্তর, ৯ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/760996/

[২৫] সমকাল, ১৯ জানুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/politics/article/218705/

[২৬] সমকাল, ১৪ মার্চ ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/227594

[২৭] প্রথম আলো, ১৪ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/zwjxqjzw9o

[২৮] প্রথম আলো, ১৬ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ljgnsqhg8j, সমকাল, ১৯ জানুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/politics/article/218705/

৮. দেশের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এই সময় তাঁদের বাড়ি-ঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং উপাসনালয়ে আক্রমণ করা হয়। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়ন জাতীয় নাগরিক সমন্বয় সেল এক বৈঠকে জানায়, ৭ জানুয়ারি'র সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরে মোট ১০ দিনে (৪-১৩ জানুয়ারি) সংখ্যালঘু নির্যাতন ও হামলার অন্তত ১৩টি ঘটনা ঘটেছে। যার সবই নির্বাচনকেন্দ্রিক। এইসব ঘটনায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১ জন নিহত ও ৩৭ জন আহত হন।[৩০]

স্থানীয় সরকার নির্বাচন

৯. ২০২৪ সালের প্রহসনমূলক দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচন প্রধান বিরোধীদল বিএনপিসহ অন্যান্য দল বর্জন করলে নির্বাচনে দলীয় প্রতীক না দিয়ে তা উন্মুক্তভাবে করার সিদ্ধান্ত নেয় আওয়ামী লীগ। নির্বাচনে ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৩১] নির্বাচনের আগে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচনী সভাগুলোতে হামলা চালায় ক্ষমতাসীনদলের সমর্থকরা। জাতীয় নির্বাচনের মতোই স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তাদের নিজদলীয় নির্বাচনী কোন্দলের কারণে হামলা-ভাঙচুর ও হতাহতের ঘটনা ঘটায়।[৩২]

নির্বাচনী সহিংসতায় গুলিতে নিহত যুবক হৃদয় ভূঁইয়া। ছবি: সমকাল, ১০ মার্চ ২০২৪

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা

১০. গত ৭ জানুয়ারি একটি অগ্রহণযোগ্য ও প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণ করার পর ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। ২০২৪ সালের প্রথম তিনমাসে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগসহ অন্যান্য অংগ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়নের অভিযোগ রয়েছে। ঢাকায় বিভিন্ন এলাকায় 'শীর্ষ সন্ত্রাসী'দের নেপথ্যে মদদ দিচ্ছে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতারা। এইসব দুর্বৃত্তদের আগ্নেয়াস্ত্রও সরবরাহ করার অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।[৩৩] এছাড়া সারা দেশে 'কিশোর গ্যাং' এর উত্থান ঘটেছে ক্ষমতাসীনদলের নেতাদের

---

[২৯] মানবজমিন, ১৬ জানুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=93333

[৩০] প্রথম আলো, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/rfrn0j6w9t

[৩১] মানবজমিন, ৯ মার্চ ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=100906, যুগান্তর, ৯ মার্চ ২০২৪; https://www.jugantor.com/country-news/782786/, যুগান্তর, ৯ মার্চ ২০২৪; https://www.jugantor.com/country-news/782780/, সমকাল, ৯ মার্চ ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/226777/

[৩২] প্রথম আলো ১০ মার্চ ২০২৪; https://www.prothomalo.com/politics/9r2abypung , সমকাল, ১০ মার্চ ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/226863/

[৩৩] যুগান্তর, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/776117/

প্রশ্রয়ে।[৩৪] 'কিশোর গ্যাং' এর সদস্যরা হত্যা, ছিনতাই, ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি, জমি দখল, সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়সহ বিভিন্ন অপকর্মের সঙ্গে জড়িত। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতারা পরিবহন খাতকেও জিম্মি করে রাখায় খাতটি অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জর্জরিত। ফলে যাত্রীরা প্রত্যাশিত সেবা পাচ্ছেন না এবং সাধারণ শ্রমিকরা তাঁদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই খাত থেকে বছরে ১ হাজার ৬০ কোটি টাকার চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে।[৩৫] এই সময়ে আওয়ামী লীগ ও এর অংগ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দলের নারী কর্মীকে ধর্ষণ[৩৬], চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাতে টর্চার সেল বানানো[৩৭], টেন্ডার ছিনতাই[৩৮], সরকারি[৩৯] ও সাধারণ নাগরিকদের জমি দখল[৪০], দেশীয় অস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যে মিছিল[৪১] দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে সরকারিদলের প্রার্থীকে ভোট না দেয়ায় কৃষকের হাত-পা ভেঙে বাড়িছাড়া[৪২] করাসহ বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীনদলের নেতা কর্মীরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে এবং তাদের আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিভিন্ন মারণাস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা গেছে।[৪৩] এইসব ঘটনায় সাধারণ মানুষসহ আওয়ামী লীগের দলীয় নেতা-কর্মীরা হতাহত হয়েছেন।[৪৪]

১১. ২০২৪ সালে বিভিন্ন জায়গায় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগের নেতাদের[৪৫] আশ্রয় প্রশ্রয়ে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা সহিংসতা চালালেও তারা দায়মুক্তি ভোগ করছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে ১২ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা[৪৬] প্রত্যাহারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে উপচার্য অধ্যাপক ড. শিরীণ আখতারের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৩ মার্চ চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ আদালতে আবেদন করা হয়েছে।[৪৭] এই সময়ে ছাত্রলীগের নারী নেতা-কর্মীরাও শিক্ষার্থীদের ওপর নানা ধরনের সহিংসতা চালিয়েছে।[৪৮] সাবেক ছাত্রলীগ নেতা যাঁরা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যোগ দিয়েছেন, তারাও কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। গত ৪ মার্চ সাবেক ছাত্রলীগ নেতা এবং সিরাজগঞ্জ শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজের শিক্ষক ডা. রায়হান শরিফ ক্লাস চলাকালীন সময়ে কথা কাটাকাটির জের ধরে একই কলেজের শিক্ষার্থী আরাফাত

---

[৩৪] প্রথম আলো, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/y4sngrpyr9, যুগান্তর, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/country-news/770469/, যুগান্তর, ১৮ মার্চ ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/785876/

[৩৫] যুগান্তর ৬ মার্চ ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/781543/

[৩৬] মানবজমিন, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=96939

[৩৭] প্রথম আলো, ১৫ জানুয়ারি ২০২৪; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=151651f9b68&eid=1&imageview=0&epedate=15/01/2024&sedId=1, যুগান্তর, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/776355/

[৩৮] মানবজমিন, ১৯ জানুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=93696

[৩৯] মানবজমিন, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=98315

[৪০] যুগান্তর, ৯ মার্চ ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/782749/

[৪১] যুগান্তর, ২৭ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/767598/

[৪২] যুগান্তর, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/779166/

[৪৩] প্রথম আলো, ১৬ মার্চ ২০২৪; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=16309bbd8c2&eid=1&imageview=0&epedate=16/03/2024&sedId=1

[৪৪] প্রথম আলো, ১৬ মার্চ ২০২৪; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=16309bbd8c2&eid=1&imageview=0&epedate=16/03/2024&sedId=1, সমকাল, ১৬ মার্চ ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/227991/

[৪৫] সমকাল, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2024-02-17/1/5921

[৪৬] ২০২৩ সালের ৭ সেপ্টেম্বর রাতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শাটল ট্রেনের দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপচার্যের বাসভবন, পরিবহন দপ্তর, পুলিশ বক্স ও শিক্ষক ক্লাবে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এতে ৩ কোটি ২৯ লাখ টাকার সম্পদের ক্ষতি হয়েছে বলে ৯ সেপ্টম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্টার কে এম নূর আহমেদ ও নিরাপত্তা কর্মকর্তা শেখ মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক বাদী হয়ে ছাত্রলীগের ১২ নেতা-কর্মীসহ ১৪ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত এক হাজার জনকে আসামী করে মামলা দায়ের করেন। সমকাল, ২৩ মার্চ ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/229225/

[৪৭] সমকাল, ২৩ মার্চ ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/229225/

[৪৮] প্রথম আলো, ৮ মার্চ ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ixj4yd0mw6

আমিনকে অবৈধ অস্ত্র দিয়ে গুলি করেন। শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, রায়হান শরিফ বিভিন্ন সময়ে ছাত্রীদের কুপ্রস্তাব দিতেন এবং সব সময় পকেটে পিস্তল নিয়ে ঘুরতেন। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে।[৪৯] একই সময়ে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে শিক্ষাঙ্গনে সিট বাণিজ্য, টেন্ডারবাজি[৫০], আবাসিক হলে মাদক বেচাকেনা[৫১], ক্যাম্পাস[৫২] ও পণ্যবাহী যানে চাঁদাবাজি[৫৩], ছিনতাই[৫৪], চাঁদা না পেয়ে মারধরসহ[৫৫]বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৫৬]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের একাধিক গ্রুপের সংঘর্ষ চলাকালে রামদা, লাঠসোটা নিয়ে মুখোশ ও হেমলেট পরা নেতাকর্মী। ছবি: সমকাল, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

১২. পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আশিক তালুকদারের নেতৃত্বাধীন একটি দলের দাবিকৃত মাসে ৩০ লক্ষ টাকা চাঁদা না দেয়ায় পায়রা বন্দর উন্নয়ন কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা কয়েক বার পায়রা বন্দর উন্নয়নের কাজের সঙ্গে যুক্ত ঠিকাদার কোম্পানীর লোকজনের ওপর হামলা চালিয়ে প্রকৌশলীসহ ৫ জনকে আহত করে এবং ভাংচুর চালায়।[৫৭]

১৩. আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে।[৫৮] এইসব ঘটনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসন অভিযুক্ত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেয়নি।[৫৯]

---

[৪৯] মানবজমিন, ৫ মার্চ ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=100349, প্রথম আলো, ৫ মার্চ ২০২৪; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=5382667cca&eid=1&imageview=0&epedate=05/03/2024&sedId=1

[৫০] সমকাল, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/223482/

[৫১] সমকাল, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/221727/

[৫২] প্রথম আলো, ৮ মার্চ ২০২৪; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=8318588992&eid=1&imageview=0&epedate=08/03/2024&sedId=1

[৫৩] সমকাল, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/221930/

[৫৪] প্রথম আলো, ১৬ মার্চ ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/ms11ciaq3v

[৫৫] প্রথম আলো, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/l6pqc1bi2j

[৫৬] সমকাল, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩; https://samakal.com/politics/article/2302157162/

[৫৭] ঢাকা ট্রিবিউন, ৬ মার্চ ২০২৪; https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/341158/

[৫৮] সমকাল ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/223286/

[৫৯] প্রথম আলো, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=1923607c823&eid=1&imageview=0&epedate=19/02/2024&sedId=1

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহজালাল হলের সামনে রামদা হাতে ছাত্রলীগ কর্মী নাইম আরাফাত। ছবি: প্রথম আলো, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

১৪. চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ৪৫ জন নিহত ও ২১৪২ জন আহত হয়েছেন। এই তিন মাসে আওয়ামী লীগের ১৮৫টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১৬ জন নিহত এবং ১১৪৩ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনীত এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। স্বতন্ত্র প্রার্থীরা অধিকাংশই আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় আওয়ামী লীগের নিজেদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের ওপর নিপীড়ন অব্যাহত

১৫. ৭ জানুয়ারি প্রহসনমূলক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরকার বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে এবং হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত বিএনপির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে পুলিশ ও কারা প্রশাসন অমানবিক আচরণ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

১৬. গত ১০ জানুয়ারি বরিশাল মহানগর বিএনপি'র আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান ফারুককে ডান্ডাবেড়ী পড়িয়ে আদালতে হাজির করা হয়।[৬০] গত ১৩ জানুয়ারি পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জে প্যারোলে মুক্তি পাওয়া মির্জাগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ নাজমুলকে ডান্ডাবেড়ী পড়িয়ে তাঁর বাবার জানাযায় হাজির করে পুলিশ। জানাযার সময়ও তাঁর ডান্ডাবেড়ী খুলে দেয়া হয়নি। এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট করলে আদালত বলেন যে, দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী এবং চরমপন্থী ছাড়া ডান্ডাবেড়ী পড়ানো যায়না। এভাবে চললে আমরা হয়তো 'সভ্য নয়' বলে পরিচিত হবো।[৬১]

১৭. নির্বাচনের আগে পুলিশের গ্রেফতারী অভিযানের সময় সারা দেশে বিএনপির নেতা-কর্মীরা আত্মগোপনে চলে যান। নির্বাচন শেষে অনেক নেতা-কর্মী আত্মগোপন থেকে ফিরে আসার পর ক্ষমতাসীনদলের আক্রমনের শিকার হয়েছেন। এছাড়া বিরোধীদলের নেতা-কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ওপর পুলিশের গ্রেফতার হয়রানীসহ নির্যাতন চালানোর অভিযোগ রয়েছে। বিএনপি নেতা-কর্মীদের তাঁদের বাড়িতে খুঁজে না পেয়ে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ওপর ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের হামলা চালানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। উচ্চ আদালত থেকে জামিন নিয়ে আসলেও বিএনপির নেতাকে নতুন করে অন্য মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে পুলিশ তাঁর ওপর নির্যাতন চালিয়ে তাঁর থেকে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী আদায় করেছে।[৬২]

---

[৬০] মানবজমিন, ১১ জানুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=92549

[৬১] প্রথম আলো, ১৬ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/mtcpw7h1a2

[৬২] নয়াদিগন্ত, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪' https://www.dailynayadiganta.com/more-news/812438/

১৮. গত ১৯ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জে বিএনপি নেতা হারুন মিয়াজির খোঁজে তাঁর বাড়িতে হামলা চালায় চনপাড়া আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শমসের আলীর সমর্থকরা। হারুন মিয়াজিকে না পেয়ে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের ওপর হামলা করে তাঁদের গুরুতর আহত করা হয়।[৬৩]

১৯. গত ৫ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ থেকে ৮ সপ্তাহের আগাম জামিন নিয়ে ঢাকা থেকে বাড়ি ফেরার পথে খুলনা মহনগরীর দৌলতপুর থানা বিএনপি'র সদস্য সচিব শেখ ইমাম হোসেনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ৭ জানুয়ারি'র নির্বাচনের আগের রাতে দক্ষিণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে আগুন লাগানোর ঘটনায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে দায়ের করা মামলায় তাঁকে গ্রেফতার দেখানো হয়। আটকের পর শেখ ইমাম হোসেনকে পুলিশ নির্যাতন করে ঘটনার সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা আছে বলে স্বীকারোক্তি আদায় করে বলে অভিযোগ রয়েছে।[৬৪]

২০. চট্টগ্রামের রাউজানে মোহাম্মদ মুসা নামে এক বিএনপি নেতা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের হামলার ভয়ে গোপনে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি রাতে বাড়িতে আসেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি মুসা স্থানীয় মসজিদ থেকে জুমার নামাজ পড়ে বের হলে আওয়ামী লীগ নেতা শাহজাহান ইকবালের নেতৃত্বে ১০-১২ জন নেতা-কর্মী মুসার ওপর হামলা করে। গুরুতর আহত মুছাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।[৬৫] এই ঘটনায় নিহত মুসার পরিবার থানায় মামলা করতে চাইলে পুলিশ মামলা না নেয়ায় গত ১৩ মার্চ চট্টগ্রাম আদালতে তাঁরা মামলা করেন। এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ক্ষমতাসীনদলের দুর্বৃত্তরা গত ১৫ মার্চ নিহত মুসার বাড়িতে হামলা চালায় এবং নারীদের ঘর থেকে বের করে দিয়ে বাড়িতে তালা লাগিয়ে দেয়।[৬৬]

২১. গত ১৩ মার্চ নাটোর জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সচিব ফরহাদ আলী দেওয়ান শাহীন আদালতে হাজিরা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা তাঁকে পিটিয়ে আহত করে এবং তাঁর বাম হাত ভেঙে ফেলে। দুর্বৃত্তরা তাঁকে গুলিও করে এবং তিনি মারা গেছেন ভেবে তাঁকে ফেলে রেখে যায়। পরে খবর পেয়ে বিএনপি নেতা-কর্মীরা গুরুতর আহত শাহীনকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।[৬৭]

নাটোরে বিএনপি নেতাকে পিটিয়ে জখম। ছবি: মানবজমিন, ১৪ মার্চ ২০২৪

২২. ২০২৩ সালে পুলিশ বিএনপি নেতা হামিদ ভূঁইয়াকে খুঁজে না পেয়ে তাঁর স্ত্রী হাফসাকে গ্রেফতার করে তাঁকে নাশকতা মামলায় অভিযুক্ত করে। পাঁচ মাস ধরে হাফসা কারাগারে বন্দি থাকায় তাঁর চার বছর বয়সী মেয়ে নূরজাহান এবং সাত বছর বয়সী মেয়ে আকলিমা মা হারা অবস্থায় দিনযাপন করে। নিম্ন

[৬৩] যুগান্তর, ২০ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/765182/
[৬৪] নয়াদিগন্ত, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪' https://www.dailynayadiganta.com/more-news/812438/
[৬৫] মানবজমিন, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=98103
[৬৬] মানবজমিন, ১৬ মার্চ ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=101910
[৬৭] মানবজমিন, ১৪ মার্চ ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=101552

আদালত বার বার হাফসার জামিন নামঞ্জুর করে। গত ৪ মার্চ নূরজাহান এবং আকলিমা তাঁদের দাদির সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আসে মায়ের জামিনের জন্য। ঐদিন বিচারপতি মো.রুহুল কুদ্দুস ও বিচারপতি একেএম রবিউল হাসানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ হাফসার জামিন মঞ্জুর করেন।[৬৮]

২৩. আদালত থেকে জামিন পেলেও কারাগারে অবৈধভাবে অতিরিক্ত দিন আটক থেকেছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা (ডিজিএফআই), পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি) এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টিলিজেন্স (এনএসআই) এর সদস্যরা কারাগারে অবস্থান নিয়ে বিরোধীদলের নেতা-কর্মীরা আদালত থেকে জামিন পেলে তাঁদের মুক্তির বিষয়ে বাধা সৃষ্টি করে; যা আইনের লঙ্ঘন। ২০২৩ সালের ৪ নভেম্বর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ ইমরান সালেহ প্রিন্সকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দারা। তাঁর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সব মামলায় জামিন হয় এবং ২০২৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি জামিনের কাগজপত্র কারাগারে পৌঁছে। কিন্তু তিনি ছয়দিন পর ১০ ফেব্রুয়ারি গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগার থেকে মুক্তি পান।[৬৯]

২৪. কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পেলেও মালপত্র ফেরত পাচ্ছেন না বিএনপির নেতা-কর্মীরা। গ্রেফতারের সময় তাঁদের সঙ্গে থাকা মালপত্র যেমন- মোটরসাইকেল, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, ঘড়ি, মানিব্যাগ ও নগদ অর্থকড়ি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা নিয়ে গেলেও এখন তা অস্বীকার করছে।[৭০]

২৫. কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবকদলের সাধারণ সম্পাদক রাজীব আহসানের বিরুদ্ধে দুই শতাধিক মামলা রয়েছে। চারটি মামলায় তাঁর সাড়ে আট বছরের কারাদণ্ড হয়েছে। যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি মামুন হাসানের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে তিনশ'র অধিক মামলা। পাঁচটি মামলায় তাঁর সাড়ে ১৩ বছরের কারাদণ্ড হয়েছে। এর আগে মামুনকে বাসায় না পেয়ে তাঁর ভাবী, বোন ও দুই ভাতিজিকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়।[৭১]

২৬. একতরফা নির্বাচনের এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের রাজনৈতিক মামলায় দ্রুত বিচার করে ২০২৩ সালের ১ অগাস্ট থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১ হাজার ৭২৪ জন বিরোধীদলের নেতা-কর্মীকে সাজা দেয়া হয়। যাঁদের অধিকাংশই বিএনপির নেতা-কর্মী।[৭২] ২০২৪ সালেও বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের সাজা দেয়া অব্যাহত আছে। গত ১ জানুয়ারি বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের ১৮ নেতা-কর্মীকে তিন বছর করে কারাদণ্ড দেয় ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক বেগম আফসান সুমি।[৭৩]

নির্বতনমূলক দ্রুত বিচার আইন স্থায়ীকরণ

২৭. গত ২৯ জানুয়ারি মন্ত্রী সভার বৈঠকে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২[৭৪] স্থায়ী করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।[৭৫] গত ৫ মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল দ্রুত বিচার আইন (সংশোধন) বিল' জাতীয় সংসদে উত্থাপন করলে তা একতরফা সংসদে কণ্ঠভোটে পাস হয়। এরআগে এই আইনের মেয়াদ দফায় দফায় বাড়িয়ে প্রয়োগ করা হয়েছে। ২০০২ সালে বিএনপি সরকার এই

---

[৬৮] প্রথম আলো ৪ মার্চ ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/1fmn9hdmqi

[69] New Age, 14 March 2024; https://www.newagebd.net/article/227819/

[৭০] সমকাল, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/politics/article/224306

[৭১] সমকাল, ২৩ জানুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/219332/

[৭২] নিউ এজ, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩; https://www.newagebd.net/article/220585/

[৭৩] প্রথম আলো ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ https://www.prothomalo.com/bangladesh/k04856iz8z

[৭৪] আইন অনুযায়ী, কোন ব্যক্তি ' আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ যেমন, চাঁদাবাজি, যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, যানবাহনে ক্ষতিসাধন, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিনষ্ট, ছিনতাই, দস্যুতা, ক্রাস ও সন্ত্রাস সৃষ্টি-অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি, দরপত্র কেনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, ভয়ভীতী প্রদর্শনসহ বিভিন্ন অপরাধ করলে দ্রুততার সঙ্গে তার বিচার হবে।

[৭৫] প্রথম আলো ১ মার্চ ২০২৪;
https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=131d0749db&eid=1&imageview=0&epedate=01/03/2024&sedId=1

আইনটি প্রণয়ন করে। তখন বিরোধীদল আওয়ামী লীগ বলেছিল, বিরোধীদল দমন করতে এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু পরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর এই আইন বাতিল না করে এর মেয়াদ দফায় দফায় বাড়িয়েছে।[৭৬]

বিরোধীদলের সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা

২৮.২০২৪ সালে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিকদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর সরকার দমন-পীড়ন চালিয়েছে এবং নাগরিকদের সভা-সমাবেশ করার অধিকার বাধাগ্রস্ত করেছে। সভা সমাবেশ বা মিছিল করার জন্য পুলিশের অনুমতি নেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদ এবং আইসিসিপিআর'র ২১ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এই সময়ে বিএনপিসহ অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিকদল, সাধারণ শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী বিভিন্ন সংগঠনের শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ ও মিছিলে পুলিশ এবং আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালিয়েছে। এমনকি পবিত্র রমজান মাসে আলোচনা সভা ও ইফতার মহফিলে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা হামলা করেছে এবং অসহায় ব্যক্তিদেরকে সহায়তা করার অনুষ্ঠান পুলিশ পণ্ড করে দিয়েছে।[৭৭]

২৯.গত ৩০ জানুয়ারি অবৈধ সংসদ বাতিল, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির প্রতিবাদে এবং বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে গণঅধিকার পরিষদের কালো পতাকা মিছিলে পুলিশ হামলা চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পুলিশের হামলায় ১৫ জন নেতা-কর্মী আহত হন।[৭৮]

গণ অধিকার পরিষদের কালো পতাকা মিছিলে পুলিশের বাধা। ছবি: মানবজমিন, ৩০ জানুয়ারি ২০২৪

৩০.গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকার খামার বাড়িতে নাগরিক ঐক্যের 'গণতন্ত্রের পক্ষে গণস্বাক্ষর' কর্মসূচীতে আওয়ামীলীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা হামলা চালিয়ে তা পণ্ড করে দেয়। ছাত্রলীগের হামলার সময় পুলিশ সেখানে অবস্থান করলেও কোন ব্যবস্থা নেয়নি। হামলায় নাগরিক ঐক্যের নেতা সাকিব আনোয়ার গুরুতর আহত হন।[৭৯]

৩১.গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ১২ দলীয় জোটের নেতা-কর্মীরা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে 'ইন্ডিয়া আউট, ইন্ডিয়া বয়কট' ব্যানারে সমাবেশ করতে গেলে পুলিশ তাঁদের ব্যানার ফেস্টুন কেড়ে নেয়। পুলিশের বাধার মুখে ১২ দলীয় জোটের সমাবেশ পণ্ড হয়ে যায়।[৮০]

---

[৭৬] নয়াদিগন্ত, ৫ মার্চ ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/parliament/819016/

[৭৭] প্রথম আলো, ১৫ মার্চ ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/227845/ https://mzamin.com/news.php?news=95555

[৭৮] মানবজমিন, ৩০ জানুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=95555

[৭৯] নয়াদিগন্ত, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/815443/

[৮০] যুগান্তর, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/politics/778034/

পুলিশি বাধায় পণ্ড ১২ দলীয় জোটের সমাবেশ। ছবি: যুগান্তর, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

৩২. গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, ব্যাংক 'লোপাট' ও অর্থ পাচারের প্রতিবাদে গণতন্ত্র মঞ্চের সচিবালয় অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ হামলা চালালে গণতন্ত্র মঞ্চের সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকিসহ ৪০ জন আহত হন।[৮১]

গণতন্ত্র মঞ্চের মিছিলে পুলিশের বাধা, লাঠিচার্জ। ছবি: মানবজমিন, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

৩৩. গত ১৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মসজিদে রমজান উপলক্ষে আইন বিভাগের সাধারণ শিক্ষার্থীদের এক আলোচনা সভায় শাহবাগ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালালে ৫ জন আহত হন।[৮২]

৩৪. গত ১৮ মার্চ ফেনী সরকারি কলেজে সাধারণ শিক্ষার্থীদের আয়োজনে গণ ইফতার কর্মসূচিতে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালিয়ে তা পণ্ড করে দেয়। ছাত্রলীগের হামলায় কমপক্ষে ৮ জন শিক্ষার্থী আহত হন।[৮৩]

৩৫. গত ২৬ মার্চ মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর উপজেলায় বিএনপির নেতা-কর্মীরা স্বাধীনতা দিবসে শহীদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানাতে গেলে দৌলতপুর উপজেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক রাজুর নেতৃত্বে একদল নেতা-কর্মী তাঁদের ওপর হামলা চালালে অন্তত ৮ জন বিএনপি নেতা-কর্মী আহত হন।[৮৪]

[৮১] মানবজমিন, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=99611
[৮২] সমকাল, ১৪ মার্চ ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/227555/
[৮৩] নয়াদিগন্ত, ১৮ মার্চ ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/chattagram/822312/
[৮৪] মানবজমিন, ২৭ মার্চ ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=103362

দুর্নীতির ব্যাপকতা এবং দুর্নীতি দমন কমিশন

৩৬. বর্তমান সরকার বিতর্কিত ও প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকায় সচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে বাংলাদেশে প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশানালের (টিআই) এক গবেষণা প্রতিবেদন জানিয়েছে বিশ্বে দুর্নীতির সূচকে বাংলাদেশ আরও ২ ধাপ পিছিয়েছে। ২০২২ সালে ১৮০টি দেশের মধ্যে অধঃক্রম অনুযায়ী (খারাপ থেকে ভালো) বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২ তম। ২০২৩ সালে বাংলাদেশের অবস্থান হয় ১০তম।[৮৫] দুর্নীতির কারণে লাগামহীনভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা সাধারণ জনগণের জীবন-জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং বিপজ্জনক আয় বৈষম্য তৈরি হয়েছে। দেশে অতিধনী, অতিদরিদ্র পরিবারের সংখ্যা বেড়েছে।[৮৬] এই সময়ে ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মী[৮৭], সংসদ সদস্য, মন্ত্রী ও সরকার সমর্থক ব্যক্তিদের অবৈধভাবে উপার্জিত অঢেল সম্পদ ও টাকার মালিক হবার অভিযোগ রয়েছে।[৮৮] গত ১৫ বছরে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত ক্ষমতাসীন দলের অনেক সংসদ সদস্যের বিপুল পরিমান সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে।[৮৯] অবৈধভাবে উপার্জিত এই সমস্ত অর্থের একটি বড় অংশ বিদেশে পাচার করা হয়েছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এক প্রতিবেদনে বলেছে, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে গত দুই বছরে আশঙ্কাজনকভাবে অর্থ পাচার বেড়েছে।[৯০] গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ব্লুমবার্গের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বর্তমান সংসদ সদস্য ও প্রাক্তন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী যুক্তরাজ্যে ২০ কোটি ব্রিটিশ পাউন্ড (বাংলাদেশের টাকায় যার পরিমান ২৭৭০ কোটি টাকা) দিয়ে ৩৫০টির বেশি সম্পত্তি কিনেছেন। সাইফুজ্জামান চৌধুরী বর্তমানে ভূমি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির সভাপতি। সাইফুজ্জামান চৌধুরীর প্রায় ২৫০টি সম্পত্তি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রায় ৯০ শতাংশ নতুন অবস্থায় কেনা হয়।[৯১] অথচ বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী দেশটির কোনো নাগরিক বছরে ১২ হাজার ডলারের বেশি অর্থ দেশের বাইরে নিতে পারেন না।[৯২]

৩৭. দেশে দুর্নীতির ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করলেও দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান[৯৩] হিসেবে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে না। দুদকের শীর্ষ পদগুলোতে ক্ষমতাসীনরা তাঁদের পছন্দের ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়ায় দুদক সরকারের একটি আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। একতরফা ও প্রহসনমূলক দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের আগে ক্ষমতাসীনদলের বিভিন্ন নেতা, সংসদ সদস্য ও মন্ত্রীর নামে অস্বাভাবিক সম্পদের তথ্য এসেছে গণমাধ্যমে। কিন্তু এই বিষয়ে দুদককে কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি।[৯৪] কিছু কিছু ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ও প্রভাবশালী রাজনীতিক এবং আমলাদের দুর্নীতির ব্যাপারে লোক দেখানো অনুসন্ধান করলেও এইসব তদন্তের বেশির ভাগ ফলাফল পরবর্তীতে আর আলোর মুখ দেখেনি। অনেকের দুর্নীতির অনুসন্ধান দুদকে ফাইল বন্দি অবস্থায় রয়েছে।[৯৫] মামলায় অভিযুক্ত হলেও দুদক তাদের গ্রেফতারের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। রাষ্ট্রায়ত্ত বেসিক ব্যাংকের সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দায়েরকৃত ৫৮টি মামলার প্রধান আসামী ব্যাংকটির সাবেক চেয়ারম্যান শেখ আবদুল হাই বাচ্চু দেশে অবস্থান করলেও দুদক তাঁকে গ্রেফতার করেনি।[৯৬]

---

[৮৫] যুগান্তর, ৩১ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/769122/

[৮৬] সমকাল, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/222240/

[৮৭] মানবজমিন, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=96539

[৮৮] চৌকস কর্মকর্তা কৌশলে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সমকাল, ৫ মার্চ ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/226017/

[৮৯] সমকাল, ২৪ জানুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/politics/article/219484/

[৯০] যুগান্তর, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/776680/

[৯১] https://www.bloomberg.com/graphics/2024-bangladesh-land-minister-uk-property/

[৯২] সমকাল, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh-others/article/223848/

[৯৩] দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ (সংশোধিত) ২০১৬ এর ৩ (২) অনুচ্ছেদে বলা আছে, 'এই কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন হইবে'।

[৯৪] চৌকস কর্মকর্তা কৌশলে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সমকাল ৫ মার্চ ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/226017/

[৯৫] ৩শ কোটি টাকার সম্পদের অনুসন্ধান ফাইলবন্দি, যুগান্তর ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/776678/

[৯৬] দিব্যি আছেন বাচ্চু, ধরার সাহস নেই দুদকের, সমকাল ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/224314/

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

৩৮.মানবাধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগে র‍্যাব এবং এর কয়েকজন সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ ২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর নিষেধাজ্ঞা দিলে 'ক্রসফায়ার', 'বন্দুকযুদ্ধ', 'শুটআউট' অনেকাংশে কমে যায়। তবে নির্যাতন করে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যার ঘটনা অব্যাহত রয়েছে।

৩৯.গত ১৫ জানুয়ারি বংশাল থানা হেফাজতে থাকা ফারুক হোসেন নির্যাতনের শিকার হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফারুকের স্ত্রী ইমা আক্তার হ্যাপি অভিযোগ করেন, গত ১২ জানুয়ারি পুরানো ঢাকার বাসা থেকে ফারুক কাজে বের হলে তাঁকে কায়েতটুলী ফাঁড়ির পুলিশ আটক করে নির্যাতন করে। খবর পেয়ে হ্যাপি পুলিশ ফাঁড়িতে গেলে সেখানে উপস্থিত এসআই ইমদাদুল হক, মাসুদ রানা, বুলবুল আহমেদসহ অন্যদের কাছে তাঁর স্বামীকে ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ করেন। তখন এস আই ইমদাদুল হক ফারুককে ছেড়ে দেয়ার শর্তে এক লাখ টাকা ঘুষ দাবি করে। হ্যাপি পুলিশের কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করলে পুলিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে বলে এবং হ্যাপিকে কুপ্রস্তাব দেয়। কিন্তু হ্যাপি তাতে রাজি না হওয়ায় পুলিশ তাঁর সামনেই ফারুককে চেয়ারে বেঁধে পেটায়। পরে ফারুককে ফাঁড়ি থেকে বংশাল থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরেরদিন ১৫০ গ্রাম গাঁজা রাখার অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে আদালতে পাঠানো হয়। কোর্ট হাজতে হ্যাপি তাঁর স্বামীর সঙ্গে দেখা করে জানতে পারেন তাঁর ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। আদালত থেকে ফারুককে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। ১৫ জানুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে এক ব্যক্তি ফোন করে হ্যাপিকে জানায় তাঁর স্বামী ফারুক মারা গেছেন। হাসপাতাল মর্গে গিয়ে তিনি তাঁর স্বামীর লাশ দেখতে পান। ফারুকের গলায়, বুকে ও পিঠে আঘাতের চিহ্ন আছে। গত ৩০ জানুয়ারি ফারুকের স্ত্রী ইমা আক্তার হ্যাপি ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে বংশাল থানার ওসিসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলে আদালত ৩১ জানুয়ারি ফারুক হোসেনের মৃত্যুর অভিযোগ তদন্তে ডিবিকে নির্দেশ দেয়।[৯৭]

৪০.নির্যাতনের মাধ্যমে রুবেল দে নামে এক ব্যক্তির কারাগারে মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর স্ত্রী পূরবী পালিত গত ২০ ফেব্রুয়ারি নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইনে চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ আদালতে মামলার আবেদন করেন। গত ৩ মার্চ আদালতের বিচারক জেবুন্নেছো এই মৃত্যুর অভিযোগে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার মঞ্জুর হোসেন এবং বোয়লখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আছহাব উদ্দিনসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে করা মামলার ব্যাপারে প্রাথমিক তদন্তের জন্য পিবিআইকে নির্দেশ দেন। পূরবী পালিত অভিযোগ করেন, একটি মাদক মামলায় গত ২৭ জানুয়ারি রুবেলকে গ্রেফতারের পর পুলিশ তাঁদের কাছে দুই লাখ টাকা ঘুষ দাবি করে। পরদিন রুবেলকে আদালতে হাজির করলে আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেয়।[৯৮] রুবেলের চাচাতো ভাই রাজিব দে জানান, ২৮ জানুয়ারি তাঁরা আদালতে রুবেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন তিনি সুস্থ ছিলেন। কিন্তু ২ ফেব্রুয়ারি রুবেলের সঙ্গে পরিবারের সদস্যরা দেখা করতে গেলে তাঁকে মুমূর্ষু অবস্থায় হুইল চেয়ারে করে নিয়ে আসা হয়। পরে ৫ ফেব্রুয়ারি কারাগারে রুবেল মারা যান। তাঁর শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ছিল। পরিবারের অভিযোগ রুবেল গ্রেফতারের পর পুলিশ এবং কারাগারে পাঠানোর পর কারাগারের ভেতরে কারারক্ষীদের হাতে নির্যাতনের কারণে মারা গেছেন।[৯৯]

৪১.২০২৪ সালের প্রথম তিন মাসে ২ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই ২ জনই পুলিশের নির্যাতনে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

---

[৯৭] পাঁচ পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্তে ডিবি, যুগান্তর ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/769543/. ঢাকা ট্রিবিউন ৩১ জানুয়ারী ২০২৪; https://www.dhakatribune.com/bangladesh/338233/death-in-custody-5-policemen-of-banshal-police

[৯৮] মানবজমিন, ৪ মার্চ ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=100143

[৯৯] The Daily star, 6 February 2024, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/custodial-death-16-cops-jail-officials-sued-3549011

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও নিরাপত্তা বাহিনীর নির্যাতন, মর্যাদাহানিকর আচরণ, জবাবদিহিতার অভাব ও হেফাজতে মৃত্যু

৪২. কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ব্যবহার করে প্রধান বিরোধীদল বিএনপিসহ অন্যান্য দলের নেতা-কর্মী এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর নিপীড়ন চালায়। ফলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে। ২০২৪ সালে একতরফা দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন করার জন্য ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর পরিকল্পিতভাবে বিএনপি'র মহাসমাবেশে হামলা চালায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা। এরপর থেকে সারা দেশে নির্বিচারে গ্রেফতারী অভিযানসহ বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের ওপরে নানা ধরনের নির্যাতন-নিপীড়ন চালায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা।[১০০] এছাড়া বিরোধীদলের সমর্থক সন্দেহে দরিদ্র ও এতিম শিশু-কিশোরদের গ্রেফতার করে তাদের বয়স বাড়িয়ে বিভিন্ন মামলায় তাদের সম্পৃক্ত করেছে পুলিশ। ফলে শিশু-কিশোরদের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে কারাগারে বন্দি থাকতে হয়েছে।[১০১]

৪৩. নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ এর যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ায় দায়মুক্তির কারণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া নির্যাতনের জন্য পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করায় ভিকটিমের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়েরের ঘটনা ঘটেছে।

৪৪. আটকের পর দাবিকৃত অর্থ দিতে না পারায় ২০১৭ সালের ১৮ জুলাই খুলনায় খালিশপুর থানা পুলিশ স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে সবজি বিক্রেতা শাহজালাল হাওলাদারের দু'টি চোখ উপড়ে ফেলে। এ ঘটনায় শাহজালালের মা রেণু বেগম বাদী হয়ে খালিশপুর থানার তৎকালীন ওসি নাসিম খানসহ ১৩ পুলিশ ও সহযোগিদের বিরুদ্ধে ২০১৭ সালের ৭ সেপ্টেম্বর খুলনার মুখ্য মহানগর হাকিমের আমলি আদালতে মামলা দায়ের করেন। এরপর থেকেই পুলিশ মামলা তুলে নিতে নানা ভাবে শাহজালাল এবং তাঁর বাবা জাকির হোসেনসহ পরিবারের লোকজনকে ভয়ভীতি ও হুমকি দিয়ে আসছিল। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে খুলনার খালিশপুর থানা পুলিশের একটি দল সাদা পোশাকে নয়াবাটি রেললাইন বস্তি কলোনিতে অবস্থিত শাহজালালের শ্বশুরবাড়িতে যেয়ে শাহজালালকে খোঁজ করে। কিন্তু শাহজালাল না থাকায় তাঁর পরিবারের সদস্যদের জানায়, শাহজালাল একজন তালিকাভূক্ত সন্ত্রাসী। তাঁকে গ্রেফতার করতে তারা এসেছে। শাহজালালের নামে বরিশালের পিরোজপুর, কাউখালী, খুলনার ডুমুরিয়া, সোনাডাঙ্গা, খুলনা সদর, খালিশপুর এবং আদালতে (জিআর, সিআর) মোট ৯টি মামলা আছে বলে তারা জানায়। এ সময় শাহজালালের স্ত্রী রাহেলা বেগম পুলিশ সদস্যদের জানান, তাঁর স্বামী শাহজালালের দু' চোখই উপড়ে ফেলা হয়েছে এবং এই কারণে পুলিশের বিরুদ্ধে তাঁরা মামলা করেছেন। এই কথা শোনার পর আগত পুলিশ সদস্যরা শাহজালালকে নিয়ে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর দপ্তরে স্বশরীরে হাজির হতে বলে। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি শাহজালাল সেখানে হাজির হলে একজন উর্দ্ধতন পুলিশ কর্মকর্তা তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এক পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে মামলা মিটিয়ে ফেলতে তাঁকে চাপ দেন। এই সময় আর্থিক সহযোগিতার কথা বলে তাঁর কাছ থেকে পুলিশের লেখা একটি সাদা কাগজে 'চোখের চিকিৎসার জন্য সাহায্যের আবেদন' শিরোনোমে একটি আবেদন পত্রে টিপসই নেয়া হয়। যার মধ্যে '২০১৭ সালে দুর্ঘটনাবশত তাঁর চোখ দু'টি নষ্ট হয়ে যায়' মর্মে উল্লেখ করা ছিল।[১০২]

৪৫. গত ১৬ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় খেলার মাঠ থেকে তানভীর হোসেন তুর্কি নামে এক যুবককে সাতকানিয়া থানা পুলিশ আটক করে নিয়ে গিয়ে তাঁকে মিথ্যা অস্ত্র মামলায় ফাঁসিয়ে দেয় এবং তাঁর ওপর নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তুর্কির পরিবার জানিয়েছে, বিগত সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজয়ী প্রার্থীর পক্ষ হয়ে পুলিশ তুর্কিকে গ্রেফতার করে।[১০৩]

---

[১০০] বাংলা আউট লুক ডট কম, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.banglaoutlook.com/interview/2024/02/28/231524

[১০১] সমকাল, ২ মার্চ ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/225504/

[১০২] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[১০৩] সমকাল, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/chittagong/article/223663/

৪৬. এছাড়া আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে পরিবহন সেক্টর থেকে চাঁদা আদায়[১০৪], ডাকাতি[১০৫], তদন্ত করতে যেয়ে ধর্ষণের শিকার নারী ভিকটিমকে অনৈতিক প্রস্তাব এবং ঘুষ দাবী[১০৬], ব্ল্যাকমেইল করে অনৈতিক সম্পর্কে বাধ্য করা[১০৭], ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়[১০৮] এবং পরবর্তীতে ভিকটিমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের[১০৯], দুর্বৃত্তায়নের মাধ্যমে বিপুল অর্থ-সম্পদ অর্জনসহ[১১০] বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ রয়েছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অনেক সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযোগ থাকলেও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, সরকারের সমালোচক ও ভিন্নমতাবলম্বীদের নৃশংসভাবে দমনের জন্য তাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ৪০০ পুলিশ সদস্যকে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম) এবং রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক (পিপিএম) প্রদান করা হয়।[১১১] পদকপ্রাপ্তদের মধ্যে ৮০ জন পুলিশ সদস্যকে বিরোধীদলের সভা-সমাবেশ বানচাল এবং শ্রমিক অসন্তোষ দমনের জন্য পদক দেয়া হয়েছে।[১১২]

৪৭. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মধ্যে পুলিশের পাশাপাশি আনসার সদস্যদের বিরুদ্ধেও সাধারণ মানুষের ওপর নিপীড়নের অভিযোগ রয়েছে। গত ১৬ মার্চ ঢাকার শিশু হাসপাতালে অসুস্থ শিশু আব্রাহাম সিহানকে চিকিৎসার জন্য জরুরী বিভাগে নিয়ে গেলে জরুরী বিভাগের গেটে ডিউটিরত আনসার সদস্য নূর হোসেন এবং ও মোহাম্মদ কাশেম ভেতরে ঢুকতে দেয়ার জন্য এক হাজার টাকা ঘুষ দাবী করে। কিন্তু আব্রাহামের স্বজনরা ঘুষ দিতে অস্বীকার করলে তাঁদের সাথে আনসার সদ্যদের কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে আনসার সদস্যরা শিশু আব্রাহামের মা ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মারধর করে সেখান থেকে বের করে দেয়। এ ঘটনায় আব্রাহামের নানি শাহনাজ বেগম বাদী হয়ে শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করলে দুই আনসার সদস্যকে গ্রেফতার করে পুলিশ।[১১৩]

গুম

৪৮. ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি এবং ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত দুটি বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরে বিরোধীদলের নেতাকর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ব্যাপকভাবে গুম করা হয়। একইভাবে ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি'র প্রহসনমূলক দাদ্বশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেও গুমের ঘটনা ঘটে। যারমধ্যে গুম হওয়া মোহাম্মদ রহমতউল্লাহকে এখনও ফেরৎ দেয়া হয়নি। গত ১২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে রহমতউল্লার পরিবার এক সংবাদ সম্মেলন করে জানান, ২০২৩ সালের ২৯ অগাস্ট র‍্যাবের পোশাক ও সাদা পোশাক পরিহিত ব্যাক্তিরা রহমতউল্লাহকে তাঁর বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়।[১১৪] এই প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত সময়ে রহমতউল্লাহর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

---

[১০৪] যুগান্তর, ১৫ মার্চ ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/784826/

[১০৫] প্রথম আলো, ৩ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/ln00i6jev8

[১০৬] যুগান্তর, ১০ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/761527/

[১০৭] যুগান্তর, ২ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/758188/

[১০৮] যুগান্তর, ১ মার্চ ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/779719/

[১০৯] যুগান্তর, ৫ মার্চ ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/781208/

[১১০] সমকাল, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/225204/

[১১১] প্রথম আলো, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/3x1c0x4bjz

[১১২] নিউ এইজ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.newagebd.net/article/226541/

[১১৩] মানবজমিন, ১৭ মার্চ ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=102030

[১১৪] মানবজমিন, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=97449

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নিখোঁজ রহমাতুল্লাহকে ফিরিয়ে দেয়ার আবেদন জানান তাঁর মা মমতাজ বেগম। ছবি: মানবজমিন, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

৪৯. গত ২২ মার্চ কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার লবন ব্যবসায়ী আক্তার হোসেন প্রকাশকে র‍্যাব-১৫ এর সদস্যরা তুলে নিয়ে যেয়ে ১২ দিন গুম রাখার পর তাঁকে থানায় হস্তান্তর করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আক্তার হোসেনের স্ত্রী মিনুয়ারা বেগম জানান, তাঁর স্বামী ২২ মার্চ সকাল ৯ টায় লবন বিক্রির জন্য ঘর থেকে বের হন। এরপর তাঁরা খবর পান সাদা পোশাকে একদল লোক তাঁর স্বামীকে তুলে নিয়ে গেছে। পরবর্তীতে আরও খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন র‍্যাব-১৫ এর সদস্যরা তাঁর স্বামীকে তুলে নিয়ে গেছে। তাঁরা কক্সবাজার র‍্যাব-১৫ এর কার্যালয়ে গেলে সেখানে কর্মরত ব্যক্তিরা আক্তার হোসেনকে আটক করার কথা অস্বীকার করে। এই বিষয়ে তাঁরা মহেশখালী থানায় জিডি করতে গেলে পুলিশ জিডি নেয়নি। গত ২ এপ্রিল র‍্যাব-১৫ তাঁর স্বামীর কাছ থেকে বিপুল পরিমান অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে বলে উল্লেখ করে তাঁকে চকরিয়া থানায় হস্তান্তর করে। মিনুয়ারা বেগম আরো জানান, চকরিয়া থানায় তাঁর স্বামীকে দেখতে গেলে তাঁর স্বামী তাঁকে জানান তাঁকে মারধর করা হয়েছে এবং ইলেকট্রিক শক দেয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি কক্সবাজার কারাগারে বন্দি আছেন।[১১৫]

মৃত্যুদণ্ডের বিধান ও মানবাধিকার

৫০. দেশের প্রচলিত ফৌজদারি আইনে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। নিম্ন আদালত কর্তৃক ঢালাওভাবে মৃত্যুদণ্ড দেয়ায় বিপুল সংখ্যক অভিযুক্তকে কনডেম সেলে পাঠানো হচ্ছে। গত ৩১ জানুয়ারি জয়পুরহাট অতিরিক্ত দায়রা জজ-২ আদালত একটি হত্যা মামলায় ১১ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়।[১১৬] অনেক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত নারীর সঙ্গে তাঁদের শিশু সন্তানও কনডেম সেলে বন্দি আছেন।[১১৭] ২০২৩ সালের ৬ ডিসেম্বর ফৌজদারী আইনে মৃত্যুদণ্ডের বিধান চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট করা হয়। রিটে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেয়ার ক্ষেত্রে নীতিমালা তৈরি করার নির্দেশনা চাওয়া হয়। আবেদনে বলা হয়, মৃত্যুদণ্ডের বিধান সংবিধানের ৩২ ও ৩৫ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। গত ৩০ জানুয়ারি এই রিটের ওপর শুনানীর পর সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মোহাম্মদ আতাবুল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ নীতিমালা প্রণয়ন ছাড়া ফৌজদারি আইনে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান কেন অবৈধ হবে না জানতে চেয়ে রুল জারি করেছে।[১১৮]

৫১. চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে (জানুয়ারি-মার্চ) নিম্ন আদালত কর্তৃক ১১১ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।

[১১৫] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কক্সবাজারের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[১১৬] যুগান্তর, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/769477/
[১১৭] প্রথম আলো, ২১ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/41xss2ucn3
[১১৮] সমকাল, ৩০ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/madek6memd

কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন

৫২.২০২৪ সালের প্রথম তিন মাসে অধিকাংশ কারাগারেই ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দি ছিল। দেশের ৬৮টি কারাগারের ধারণক্ষমতা ৪২,৮৮৮। কিন্তু ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কারাগারে বন্দি ছিল ৭৪,১০৩ জন। এই কারণে খাবার, থাকার জায়গা, শৌচাগার, গোসল ও চিকিৎসাসহ সব কিছুতেই দুর্ভোগ পোহাচ্ছে বন্দিরা। দীর্ঘদিন ধরে কারাগারগুলোতে এই অবস্থা বিরাজ করলেও এর সমাধানে কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।[১১৯] কারাগারগুলোতে দুর্নীতি এখন চরম আকার ধারণ করেছে। উদাহরণ হিসেবে বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ করেছেন সদ্য কারামুক্ত বন্দীরা। কারা কর্তৃপক্ষের চাহিদা মতো টাকা না দিলে বন্দিদের বাথরুমের পাশে থাকতে দেয়া হয়। ভেতরে খাবারের দাম বাইরের থেকে তিন বা চারগুণ বেশি। এছাড়া খাবারের মানও খারাপ। খাবারের মান খারাপ হলেও বাধ্য হয়ে বেশি দাম দিয়েই বন্দিদের কারা ক্যান্টিন থেকে খাবার কিনতে হয়। বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারে নেশার দ্রব্য যেমন ইয়াবা ও গাঁজা অবাধে পাওয়া যায়।[১২০]

৫৩.কারাগারগুলোতে রাজনৈতিক বন্দি বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১২১] এই সময়ে অসুস্থ বিএনপি নেতা-কর্মীদের ডান্ডাবেড়ি পড়িয়ে কারাগারের ভেতরে হাসপাতালে ফেলে রাখা হয়।[১২২] ২০২৩ সালে ১০ জন বিএনপির নেতা-কর্মী কারাগারে বন্দি অবস্থায় মারা যান। ২০২৪ সালেও কারাগারে বিএনপি নেতাদের মৃত্যু হয়। গত ২ জানুয়ারি বিএনপি নেতা কামাল হোসেন বাগেরহাট জেলা কারাগারে[১২৩], ২৮ জানুয়ারি বিএনপি নেতা আব্দুস সাত্তার সাতক্ষীরা কারাগারে[১২৪] এবং ৮ ফেব্রুয়ারি রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলা বিএনপি নেতা মনোয়ারুল ইসলাম রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে[১২৫] মারা যান। গত ১১ ফেব্রুয়ারি কারাগারে বিএনপির ১৩ নেতা-কর্মীর মৃত্যুর ঘটনা তদন্তে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করে কমিটি গঠন এবং তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে দাখিলের নির্দেশনা চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মো. আতাবুল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে একটি রিট করেন বিএনপি সমর্থিত আইনজীবীরা।[১২৬]

৫৪.কারাগারগুলোতে চিকিৎসক সংকট রয়েছে এবং বন্দিরা গুরুতর অসুস্থ হলে তাঁকে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় উন্নত চিকিৎসার জন্য। ফলে অনেক বন্দির মৃত্যু হচ্ছে। সাধারণ গরীব বন্দিরা গুরুতর অসুস্থ হলেও তাঁরা কারা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পান না। অথচ সুস্থ ধনী বন্দিরা টাকার বিনিময়ে কারা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আরাম আয়েশে থাকছেন।[১২৭] ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে আটক থাকা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কুবরা ১৪ মাস কারাভোগের পর কারাগার থেকে মুক্তি পান।[১২৮] কারাগারে থাকতেই কুবরা পা ও মেরুদন্ডের সমস্যায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। অথচ কারাকর্তৃপক্ষ তাঁর চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই গ্রহন করেনি বলে তাঁর মা অভিযোগ করেছেন।[১২৯]

৫৫.কারাগার ছাড়াও শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে বন্দি শিশুদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি গাজীপুরের টঙ্গী শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে বন্দি মারুফ আহমেদ (১৬) নামে এক কিশোরের নির্যাতনে মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মারুফের বাবা রফিক আহমেদ জানান, খিলক্ষেত এলাকায় এক

---

[১১৯] মানবজমিন, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=98348
[১২০] যুগান্তর, ১২ মার্চ ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/783722/
[১২১] নয়াদিগন্ত, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/last-page/817629/
[১২২] যুগান্তর, ১৬ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/763426/
[১২৩] নিউ এজ, ৪ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.newagebd.net/article/221926/9th-bnp-activist-dies-in-prison
[১২৪] যুগান্তর, ৬ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/771237/
[১২৫] নয়াদিগন্ত, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/rangpur/812567/
[১২৬] প্রথম আলো, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/6rdo7khsrt
[১২৭] সমকাল, ৩০ জানুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/220464/
[১২৮] প্রথম আলো, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/gr10jsa0zj
[১২৯] মানবজমিন, ১৮ মার্চ ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=102156

ঝালমুড়ি বিক্রেতার সঙ্গে কয়েক কিশোরের ঝগড়া হয়। ঝগড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত না হলেও মারুফকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় এবং আদালতের মাধ্যমে তাকে টঙ্গী শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠায়। পরে পুলিশ মারুফের বিরুদ্ধে একটি ডাকাতি মামলা দেয়। রফিক আহমেদ আরো জানান, গত ১২ ফেব্রুয়ারি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে তাঁকে জানানো হয় যে, মারুফ অসুস্থ, তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারুফকে ভর্তি করা হয়েছে। সেখানে তিনি মারুফকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। মারুফের শরীরে বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। ১৪ ফেব্রুয়ারি সকালে মারুফের মৃত্যুর সংবাদ তাঁকে জানানো হয়। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের লোকদের নির্যাতনেই তাঁর ছেলের মৃত্যু হয়েছে বলে রফিক আহমেদ অভিযোগ করেন। শাহবাগ থানার এস আই সানারুল হক বলেন, সুরতহাল প্রতিবেদনে দেখা গেছে, মারুফের দুই হাত এবং বাম কনুইয়ে দাগ রয়েছে। পায়ের বিভিন্ন জায়গা ফোলা।[১৩০]

৫৬. **জানুয়ারি-মার্চ এই তিন মাসে ৪১ ব্যক্তি কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন। এঁদের মধ্যে ৩ জন বিএনপি'র নেতা-কর্মী ।**

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

৫৭. অকার্যকর বিচার ব্যবস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়মুক্তি এবং দুর্নীতির কারণে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা কমে গেছে। ফলে মানুষ আইন তাঁদের নিজেদের হাতে তুলে নেয়ায় গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনা অব্যাহত রয়েছে।

৫৮. গত ৫ জানুয়ারি পাবনার ভাঙ্গুরার শাহনগর গ্রামে একদল চোর গরু চুরির চেষ্টা করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে । এলাকাবাসী এই ঘটনায় চোরের দলকে ধাওয়া দেয়। পালিয়ে যাবার সময় এলাকায় মাইকিং করে খবর ছড়িয়ে দিলে গ্রামবাসী তাঁদের ঘেরাও করে গণপিটুনী দিলে তিন ব্যক্তি নিহত হন।[১৩১]

৫৯. গত ১৭ মার্চ নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার কাঁচপুর ইউনিয়নের বাঘরী গ্রামে কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তির গতিবিধি সন্দেহজনক হওয়ায় মসজিদের মাইকে 'ডাকাত পড়েছে' বলে ঘোষণা দেয়া হয়। গ্রামবাসী তখন চারদিক থেকে তাঁদের ঘিরে ফেলেন। তাঁরা পালানোর জন্য বিলের পানিতে ঝাঁপ দেন। স্থানীয় লোকজন কয়েকজনকে আটক করে পিটুনি দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠালে সেখানে আরেকজনের মৃত্যু হয়।[১৩২]

৬০. **২০২৪ সালের জানুয়ারি-মার্চ এই তিন মাসে গণপিটুনিতে ১৮ জন নিহত হয়েছেন।**

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

৬১. ২০২৪ সালের প্রথম তিন মাসে কর্তৃত্ববাদী সরকার নাগরিকদের বাক, চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন করেছে।

৬২. গত ৩ ফেব্রুয়ারি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে স্বামীকে আটকে রেখে স্ত্রীকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ধর্ষণ করে।[১৩৩] এই ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী ও ছাত্র ইউনিয়নের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অমর্ত্য রায় এবং সাধারণ সম্পাদক ঋদ্ধ অনিন্দ্য গাঙ্গুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কলা ভবনের বাইরে দেয়ালে সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের দেয়ালচিত্র মুছে তার ওপর ধর্ষণবিরোধী দেয়ালচিত্র আঁকেন। এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দুই শিক্ষার্থীকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।[১৩৪]

---

[১৩০] সমকাল, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://epaper.samakal.com/nogor-edition/2024-02-16/2/5615

[১৩১] যুগান্তর, ৬ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/country-news/759861/

[১৩২] প্রথম আলো, ১৭ মার্চ ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/g6304bmmbj

[১৩৩] সমকাল, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/221378/

[১৩৪] সমকাল, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/capital/article/224470/

নিবর্তনমূলক সাইবার নিরাপত্তা আইন

৬৩. সাইবার নিরাপত্তা আইনে এমন অনেক উপাদান রয়েছে যা বাক্ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং নাগরিক স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করে। এতে বেশ কিছু দমনমূলক বিধান রয়েছে, যেগুলো আগে মুক্ত সাংবাদিকতা এবং মানবাধিকার রক্ষাকারীদের কণ্ঠস্বর দমন করতে ব্যবহৃত হয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা আইন হওয়ার পর এই আইনের অধীনে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১৮টি মামলা হয়েছে, যেখানে ১০ জন সাংবাদিক ও ৮ জন রাজনীতিবিদকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।[১৩৫] গত ২৬ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ বলেন, সাইবার নিরাপত্তা আইনের ২২, ২৩, ২৫, ২৭ এবং ২৮ ধারা স্বাধীন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে চরম বাধা। সাংবাদিকদের পেশাগত কাজের ক্ষেত্রে এই ধারাগুলো খুবই মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।[১৩৬]

৬৪. গত ১৪ জানুয়ারি সংবাদ প্রকাশের জেরে বরগুনার তালতলী উপজেলা কড়ইবাড়িয়া ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়ের উপ-সহকারী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রুহুল আমিন বরিশাল সাইবার ট্রাইবুনালে কালবেলা পত্রিকার তালতলী উপজেলা প্রতিনিধি নাইম ইসলাম হাইরাজের বিরুদ্ধে সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা করেন। আদালত মামলাটি তদন্ত করার জন্য তালতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন।[১৩৭]

৬৫. গত ১৮ ফেব্রুয়ারি পোস্টারের মাধ্যমে ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের মেয়রের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযোগে কবি ও সংস্কৃতিকর্মী শামীম আশরাফকে পুলিশ ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে। পরেরদিন ১৯ ফেব্রুয়ারি শামীম আশরাফ জামিনে মুক্তি পান। এই দিনই ময়মনসিংহ সাইবার ট্রাইবুনালে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক কর্মকর্তা কাঞ্চন কুমার সাহা বাদি হয়ে শামীম আশরাফের বিরুদ্ধে সাইবার নিরাপত্তা আইনের ১৭, ১৯, ২৫,২৬, ২৭, ২৯ ও ৩২ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। আদালত পিবিআইকে মামলাটি তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।[১৩৮]

৬৬. বহুল সমালোচিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল হলেও এই আইনের অধীনে দায়ের করা চলমান মামলাগুলো প্রত্যাহার করা হবে না বলে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল এএম আমিন উদ্দিন।[১৩৯] ফলে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা মামলায় আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল এবং বিচারকার্য অব্যাহত আছে।

৬৭. ২০২৪ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক দাউদ হোসেন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা মামলায় জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সুলতানা আহমেদের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ১ সেপ্টেম্বর বিএনপি'র কর্মসূচী চলাকালে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সুলতানা আহমেদ গণমাধ্যমকর্মীদের সামনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে 'উসকানিমূলক ও আপত্তিকর' মন্তব্য করেন বলে ২০২২ সালের ৬ নভেম্বর তাঁর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেন গোপালগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আব্দুল হামিদ।[১৪০]

৬৮. গত ২৮ জানুয়ারি ২০২৪ কলাবাগান থানায় এবং ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ নিউমার্কেট থানায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কুবরার বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা মামলা দুটো থেকে অব্যহতি দিয়েছেন ঢাকা সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক এএম জুলফিকার হায়াৎ। অনলাইনে সরকারবিরোধী বক্তব্য প্রচারসহ দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অভিযোগে ২০২০ সালে খাদিজাতুল কুবরার

---

[১৩৫] মানবজমিন, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=99472

[১৩৬] যুগান্তর, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/779043/. The Daily Star, 27 Fevruary 2024; https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/cyber-security-act-5-sections-can-put-journos-trouble-3553511

[১৩৭] বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৪; https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/cs4k5m9570

[১৩৮] প্রথম আলো, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/oe0658toti

[১৩৯] প্রথম আলো, ১৪ নভেম্বর ২০২৩; https://www.prothomalo.com/bangladesh/8qdt4ch4ek

[১৪০] যুগান্তর, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/774287/

বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। মামলা দায়েরের সময় জন্মসনদ অনুযায়ী কুবরার বয়স ছিল ১৮ বছরের কম। ২০২২ সালে কুবরার বিরুদ্ধে পুলিশ আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয়। এরপর একই বছর ২৭ অগাস্ট তাঁকে বাসা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। কারাগারে বন্দি থাকার সময় বিচারিক আদালতে দুই বার তাঁর জামিন আবেদন নাকচ করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ থেকে কুবরা জামিন পেলেও চেম্বার আদালতের বিচারক তাঁর জামিন স্থগিত করেন। ১৪ মাস কারাভোগের পর ২০২৩ সালের ১৬ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ তাঁকে দেয়া হাইকোর্ট বিভাগের জামিন বহাল রাখলে তিনি ২০ নভেম্বর কারাগার থেকে মুক্তি পান।[১৪১]

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৬৯. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হবার কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাংবাদিকরা সেল্ফ সেন্সরশিপ প্রয়োগ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এই সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে সাংবাদিকরা সরকারিদলের সমর্থক দুর্বৃত্তদের হামলা ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। অনেক সাংবাদিক সরকারিদলের নেতা-কর্মীদের হুমকির মুখে জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত রয়েছেন।[১৪২]

৭০. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করা রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্সের ২০২৩ সালের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে বাংলাদেশ এক ধাপ পিছিয়েছে। ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬৩তম।[১৪৩]

৭১. গত ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের দিন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে ভোট কেন্দ্র দখলসহ বিভিন্ন অনিয়মের তথ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে ১৮ জন সাংবাদিক হামলা ও হয়রানীর শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছে কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপেজে)।[১৪৪] উদাহরণস্বরূপ চট্টগ্রাম-১০ আসনে নাছিরাবাদ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র দখল করে নৌকা প্রতীকে সিল মারার ঘটনার ছবি তোলায় প্রথম আলোর প্রতিনিধি মোশারফ শাহকে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা পুলিশের সামনেই মারধর করে।[১৪৫] লালমনিরহাট-১ আসনে পূর্ব সারডুবি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে স্বতন্ত্র প্রার্থী আতাউর রহমানকে অবরুদ্ধ করে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর সমর্থকদের জাল ভোট দেয়ার খবর পেয়ে আনন্দ টিভির লালমনিরহাট জেলা প্রতিনিধি আব্দুর রহিম, সাংবাদিক মিনহাজ ও মাসুদ বাবু সেখানে উপস্থিত হলে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এই সময় দুবৃর্ত্তরা সাংবাদিকদের ক্যামেরা ভেঙে ফেলে এবং তাঁদের পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। আহত তিন সাংবাদিককে হাতীবান্ধা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।[১৪৬]

লালমনিরহাটে জাল ভোটের ছবি তুলতে গিয়ে ৩ সাংবাদিক হামলার শিকার। ছবি: নয়াদিগন্ত, ৭ জানুয়ারি ২০২৪

[১৪১] প্রথম আলো, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/gr10jsa0zj
[১৪২] প্রথম আলো, ৯ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/o7u1e3ahpm
[১৪৩] সমকাল, ১৯ জানুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/218833/
[১৪৪] দি ডেইলি স্টার, ২৮ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.thedailystar.net/election-2024/news/news/18-journalists-attacked-while-covering-polls-violence-cpj-3529911
[১৪৫] প্রথম আলো, ৭ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/htz9dta75s
[১৪৬] নয়াদিগন্ত, ৭ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/rangpur/804470/

৭২.গত ৭ মার্চ শেরপুর জেলার নকলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাদিয়া উম্মুল বানিনের কাছে দেশ রূপান্তর পত্রিকার নকলা প্রতিনিধি শফিউজ্জামান রানা এডিপি প্রকল্পের কম্পিউটার ও ল্যাপটপ ক্রয়-সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করেন। কিন্তু তথ্য না দিয়ে পুলিশ ডেকে এনে তাঁকে আটক করা হয়। এরপর ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে সরকারি কাজে বাধা, বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি ও অসদাচরণের অভিযোগে দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারায় এবং একজন নারী কর্মকর্তাকে উত্ত্যক্ত করার অভিযোগে দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ শিহাবুল আরিফ সাংবাদিক শফিউজ্জামান রানাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেন।[১৪৭]

৭৩.জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠি মাহাতোদের জমিতে আইন অমান্য করে এক্সক্যাভেটর দিয়ে জোরপূর্বক মাটি কাটার কাজ করছিলো মহীপুর হাজী মহসিন কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান। গত ১৬ মার্চ এই সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে মাছরাঙা টেলিভিশনের জেলা সংবাদদাতা আল মামুন, দৈনিক বাংলাদেশ সমাচার এর জেলা প্রতিনিধি জুয়েল শেখ, বাংলার দূত পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি আব্দুর রাজ্জাক ও সংবাদ সারাবেলা এর পাঁচবিবি প্রতিনিধি বাবুল হোসেনের ওপর মাহমুদুল হাসানের নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়ে তাঁদের আহত করে। স্থানীয় লোকজন সাংবাদিকদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। পরবর্তীতে তাঁদের জয়পুরহাট জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।[১৪৮] এই ঘটনায় সাংবাদিকরা একটি মামলা দায়ের করলেও পাল্টা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।[১৪৯]

জয়পুরহাটে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে হামলায় আহত চার সাংবাদিক হাসপাতালে। ছবি: প্রথম আলো, ১৭ মার্চ ২০২৪

৭৪. ***অধিকার এর* সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালনের কারণে ৫১ জন সাংবাদিক আহত, ৬ জন লাঞ্ছিত, ৪ জন আক্রমণের শিকার, ১ জন গ্রেফতার, ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের** এবং **২০ জন হুমকির সম্মুখিন হয়েছেন।**

নারীর প্রতি সহিংসতা

৭৫.২০২৪ সালের প্রথম তিন মাসে সারা দেশে নারীর প্রতি সহিংসতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। অকার্যকর বিচার ব্যবস্থা এবং ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতাকারীরা রেহাই পেয়ে যাচ্ছে এবং ভিকটিমরা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

[১৪৭] প্রথম আলো, ৮ মার্চ ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/1bzmffocsm
[১৪৮] প্রথম আলো, ১৭ মার্চ ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/zc3w5kgqwk
[১৪৯] প্রথম আলো, ১৭ মার্চ ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/fhdthz1q97

ধর্ষণ

৭৬.২০২৪ সালে প্রথম তিন মাসে ব্যাপক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ে ধর্ষণের শিকার নারী ও শিশুকে ধর্ষণ পরবর্তীতে হত্যা করা হয়েছে।[১৫০] ধর্ষণের বিচার না হওয়ার পেছনে অকার্যকর বিচার ব্যবস্থা, আইনের দুর্বল প্রয়োগ এবং পুলিশের অসহযোগিতা অন্যতম কারণ।[১৫১] এই তিন মাসে ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা অনেক ধর্ষণের ঘটনা ঘটিয়েছে।[১৫২]

৭৭.গত ২৭ জানুয়ারি লক্ষীপুর জেলার রামগতিতে এক প্রতিবন্ধী গৃহবধূ বাড়ি ফেরার পথে তাঁকে জোর করে রাস্তা থেকে তুলে শ্রমিক লীগ কার্যালয়ে নিয়ে শ্রমিক লীগ নেতা মোহাম্মদ জোবায়ের হোসেন ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ রয়েছে।[১৫৩]

৭৮.গত ৪ ফেব্রুয়ারি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীকে আটকে রেখে স্ত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান ও তার সহযোগী মামুনুর রশীদ ধর্ষণ করে। ভুক্তভোগীর স্বামীকে আটকে রাখতে সহয়তা করে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা মুরাদ হোসেন এবং অভিযুক্তকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের দুই নেতা শাহ পরান ও মোহাম্মদ সাব্বির হাসান।[১৫৪] ছাত্রলীগ নেতা মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান আগে থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বহু অপকর্মের সঙ্গে জড়িত। আবাসিক হলে মোস্তাফিজের কক্ষটি নির্যাতন কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। চাঁদা বা মুক্তিপণের দাবিতে এখানে আটকে রেখে অনেকের ওপর সহিংসতা চালানো হয়।[১৫৫] ছাত্রলীগ নেতারা একের পর এক অপকর্ম চালালেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। পুলিশ ধর্ষণের অভিযোগে মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, সাগর সিদ্দিকী, হাসানুজ্জামান এবং মোহাম্মদ সাব্বির হাসানকে গ্রেফতার করেছে।[১৫৬]

৭৯.গত ২৯ মার্চ টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও টাঙ্গাইল-২ আসনে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য তানভীর হাসানের বড় ভাই গোলাম কিবরিয়া ওরফে বড় মনি ঢাকায় এক কলেজছাত্রীকে অস্ত্রের মুখে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। ভিকটিম কলেজছাত্রী গোলাম কিবরিয়ার বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেছেন। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ৫ এপ্রিল গোলাম কিবরিয়া টাঙ্গাইলে ১৭ বছর বয়সী এক নারীকে ধর্ষণ করে। পরবর্তীতে ঐ নারী একটি সন্তানের জন্ম দেন। ২০২৩ সালের ১৮ নভেম্বর টাঙ্গাইল সদর উপজেলার বেতকা গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে পুলিশ ভিকটিম সেই কিশোরীর লাশ উদ্ধার করে।[১৫৭]

গোলাম কিবরিয়া ওরফে বড় মনি। ছবি: সমকাল, ৩১ মার্চ ২০২৪

[১৫০] সমকাল, ২৩ জানুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/219433/
[১৫১] সমকাল, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/221044/
[১৫২] মানবজমিন, ৪ মার্চ ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=100178
[১৫৩] মানবজমিন, ৩০ জানুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=95410
[১৫৪] সমকাল, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/221378/
[১৫৫] যুগান্তর, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/770893/
[১৫৬] সমকাল ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/221378/, বাংলা ট্রিবিউন, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.banglatribune.com/my-campus/834986/
[১৫৭] সমকাল, ৩১ মার্চ ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/230384/

যৌন হয়রানি

৮০.২০২৪ সালের প্রথম তিন মাসে নারীদের উত্যক্তকরণ এবং যৌন হয়রানির অনেক ঘটনা ঘটেছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার পুরুষ কর্তৃক নারীরা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। বিশেষ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানীর ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১৫৮] এই সময় চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ মুখর হন।[১৫৯] শিক্ষাঙ্গনে ব্যাপক যৌন হয়রানির অভিযোগ থাকলেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিক্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিক ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মাহমুদুর রহমান জনির বিরুদ্ধে একাধিক যৌন নিপীড়নের অভিযোগ থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক নূরুল আলম তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিচার প্রক্রিয়া ঝুলিয়ে রেখেছেন।[১৬০] ময়মনসিংহের ত্রিশালে অবস্থিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানি করার অভিযোগ এসেছে সহকারী অধ্যাপক সাজন সাহার বিরুদ্ধে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১৬১] গত ১৫ মার্চ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটির সদস্য ফাইরুজ সাদাফ অবন্তিকা তাঁর ফেসবুকে সহপাঠী আম্মান সিদ্দিকী ও শিক্ষক দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানীর অভিযোগ এনে নিজ বাসায় আত্মহত্যা করেন।[১৬২]

৮১. যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করায় দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদকারীদের ওপর হামলা ও হত্যার ঘটনা ঘটেছে। মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে কাজী ফজলুল হক উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে একটি মেয়েকে যৌন হয়রানি করার ঘটনার প্রতিবাদ করায় গত ৯ ফেব্রুয়ারি নীরব হোসেন নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থীকে হত্যা করে স্থানীয় দুর্বৃত্তরা।[১৬৩]

৮২. এই সময়ে আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। গত ১৭ মার্চ কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হরিনারায়ণপুর বাজার থেকে কেনাকাটা শেষে বাড়ি ফেরার পথে আগরওয়ালা মহিলা কলেজের এক শিক্ষার্থীকে উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আদিপুজ্জামান সংগ্রাম জোর করে একটি ইজি বাইকে তুলে নিয়ে যায়। আদিপুজ্জামান সংগ্রাম দীর্ঘদিন ধরে ওই কলেজ ছাত্রীকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে আসছিলো। কিন্তু প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।[১৬৪]

যৌতুক সহিংসতা

৮৩. যৌতুকের দাবিতে নারীদের ওপর সহিংসতা ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিল এই তিন মাসে। এই সময়ে যৌতুক না পাওয়ায় নারীদের আগুনে পুড়িয়ে, পিটিয়ে, ও শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। হত্যা ও সহিংসতার শিকার অনেক নারীই অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।

৮৪. গত ৭ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জের বন্দরে যৌতুক না দেয়ার কারণে শান্তা ইসলাম (২২) নামে এক গৃহবধূকে হত্যা করে লাশ ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ পাওয়া গেছে ছাত্রলীগ নেতা আরিফের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, এর আগে আরিফ তাঁর প্রথম স্ত্রী পান্না আক্তারকে পুড়িয়ে হত্যা করার অভিযোগে জেল খাটে।[১৬৫]

---

[১৫৮] যুগান্তর, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/773324/
[১৫৯] মানবজমিন, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=97564
[১৬০] সমকাল, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/dhaka/article/221724/
[১৬১] সমকাল, ১৪ মার্চ ২০২৪; https://samakal.com/mymensingh/article/227545/
[১৬২] মানবজমিন, ১৭ মার্চ ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=102032
[১৬৩] প্রথম আলো, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/0gad257duc
[১৬৪] মানবজমিন, ১৯ মার্চ ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=102285
[১৬৫] নয়াদিগন্ত, ৮ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/dhaka/804839/

৮৫.গত ১৯ ফেব্রুয়ারি জামালপুরে ৫ লাখ টাকা যৌতুকের দাবিতে নিশি আক্তার নামে এক গৃহবধূকে তাঁর স্বামী আল আমিন মারধর করে এবং গরম পানি দিয়ে তাঁর শরীরে ঝলসে দেয়। এই অবস্থায় নিশিকে পাঁচ দিন ঘরে বন্দি করে রাখা হয়।[১৬৬]

এসিড সহিংসতা

৮৬.২০২৪ সালের প্রথম তিন মাসে এসিড সহিংসতার শিকার ভিকটিমদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এরমধ্যে একজন অন্তঃসত্ত্বা নারীও রয়েছেন। এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২ অনুযায়ী ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে মামলার বিচার প্রক্রিয়া শেষ করার কথা বলা থাকলেও মামলাগুলো বছরের পর বছর ধরে ঝুলে থাকে। ফলে ভিকটিমরা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হন।

৮৭.গত ২৬ জানুয়ারি বরিশাল সদর উপজেলায় জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে দুর্বৃত্তদের ছোঁড়া অ্যাসিডে ঝলসে গেছে দেড় বছরের শিশু জান্নাতী, শিশুর বাবা রিয়াজ হাওলাদার এবং মা খাদিজা বেগম। আহতদের বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।[১৬৭]

৮৮.গত ২৫ ফেব্রুয়ারি চাঁদপুর জেলার মতলবের সুজাতপুর গ্রামে প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা মিলি আক্তারের ওপর এসিড ছুড়ে মারে শরিফুল ইসলাম মানিক। একই ঘটনায় মিলির মা রাশেদা বেগমও দগ্ধ হন। উভয়কেই ঢাকার শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়। পুলিশ মানিককে গ্রেফতার করেছে।[১৬৮]

ভারত সরকারের নীতি এবং বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে মানবাধিকার লংঘন

৮৯.বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা ভেঙে পড়াসহ দেশে যে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য ভারত সরকার অনেকাংশে দায়ী। ভারতের আগ্রাসী মনোভাব ২০০৯ সাল থেকে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির একতরফা ও বিতর্কিত নির্বাচনের আগে তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে এসে নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করেন।[১৬৯] ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি'র একদলীয় ও প্রহসনমূলক দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও ভারতীয় শাসকগোষ্ঠি বর্তমান সরকারকে সব ধরনের সমর্থন দেয়।[১৭০] বাংলাদেশে ব্যাপক সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর খুব ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত আদানি ব্যবসায়িক গোষ্ঠির সঙ্গে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি সম্পাদন করে আওয়ামী লীগ সরকার।[১৭১] শুধু বিদুৎ চুক্তিই নয় বর্তমান সরকার বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী বহু চুক্তি সম্পাদন করেছে দিল্লীর সঙ্গে। বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো তার বন্দরগুলো (চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর) ভারতকে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে।[১৭২] বাংলাদেশের জনগণের প্রতিবাদের মুখেও ভারত রামপালে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের সুন্দরবন এবং এর চারপাশের প্রাণ বৈচিত্র্য এখন হুমকির সম্মুখীন। বহুদিন ধরেই ভারত বাংলাদেশকে শুকনা মৌসুমে পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। বাংলাদেশের পানির অধিকার আদায়ের জন্য তিস্তা চুক্তি অত্যন্ত জরুরী হলেও ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে তিস্তা চুক্তি সম্পাদন করেনি। ফারাক্কা বাঁধের কারণে পদ্মা অববাহিকাতে ইতিমধ্যেই চরম বিপর্যয়কর অবস্থা বিরাজ করছে। বর্ষা মৌসুমে ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধের স্লুইস গেইটগুলো খুলে দিয়ে ভারত সরকার কৃত্রিমভাবে বাংলাদেশে বন্যার সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করে চলেছে যার কোন প্রতিকার হয়নি। এছাড়া বাংলাদেশ ভারতের জন্য রেমিট্যান্সের চতুর্থ বৃহত্তম উৎস

---

[১৬৬] প্রথম আলো, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/qdcdt1odk0

[১৬৭] যুগান্তর, ২৮ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/768044/

[১৬৮] সমকাল, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/index.php/bangladesh-others/article/225007/

[১৬৯] বিবিসি বাংলা, ১৬ নভেম্বর ২০১৮ https://www.bbc.com/bengali/news-46237664

[১৭০] প্রথম আলো, ১৬ মার্চ ২০২৪; https://www.prothomalo.com/politics/1w0z1a73m5

[১৭১] নয়াদিগন্ত, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.dailynayadiganta.com/first-page/811449/

[১৭২] সমকাল, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/international/article/220770/

হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। জানা গেছে, ১০ লাখেরও বেশি ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশে অবৈধভাবে কাজ করছে এবং অবৈধ চ্যানেলের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ভারতে পাচার করছে।[১৭৩]

৯০. সাম্প্রতিক সময়ে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতিবেশী দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয় ও কূটনীতিতে ভারতের অযাচিত ভূমিকায় সেইসব দেশের জনগণ প্রতিবাদ মুখর হয়েছে। বাংলাদেশেও ' ইন্ডিয়া আউট, ইন্ডিয়া বয়কট' কর্মসূচি জোরদার করেছেন কয়েকজন অনলাইন এ্যাক্টিভিস্ট এবং কিছু সামাজিক সংগঠন ও রাজনৈতিক দল।[১৭৪] ভারতীয় শাসকগোষ্ঠির আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে বাংলাদেশের জনগণ ব্যাপক সাড়া দিচ্ছে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়েছে।

৯১. বরাবরের মতো ২০২৪ সালের প্রথম তিনমাসেও সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র সদস্যদের হাতে বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যা ও নির্যাতন অব্যাহত ছিল। গত ২২ জানুয়ারি যশোরের বেনাপোল সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের (বিজিবি) সদস্য সিপাহী মোহাম্মদ রইশুদ্দীনকে গুলি করে হত্যা করে।[১৭৫] এই ঘটনায় ভারত দোষী বিএসএফ সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে শুধু মাত্র দুঃখ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ও এই ঘটনায় প্রতিবাদ না করে শুধুমাত্র ভারত সরকারের অনুষ্ঠানিক দুঃখ প্রকাশ করার বিষয়টি সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছে।[১৭৬] বিজিবির সদস্যের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মন্তব্য করেছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী।[১৭৭] রইশুদ্দীনের পরিবার এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বিএসএফ সদস্যের বিচার দাবি করেছে।[১৭৮] বিজিবি সদস্যকে হত্যার পাশাপাশি এই তিন মাসে শিশু-কিশোরসহ বাংলাদেশী সাধারণ নাগরিকদের হত্যা করেছে বিএসএফ।

৯২. গত ২৮ জানুয়ারি লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সীমান্তে বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশী নাগরিক রবিউল ইসলাম টুকলুকে গুলি করে হত্যা করে।[১৭৯] গত ১৭ ফেব্রুয়ারি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাটের পোলাডাঙ্গা সীমান্তে মহানন্দা নদীতে বাংলাদেশী নাগরিক জাহাঙ্গীর আলম মাছ ধরতে গেলে তাঁকে বিএসএফ সদস্যরা গুলি করলে তিনি গুরুতর আহত হন।[১৮০] গত ১৭ মার্চ মৌলভীবাজার জেলার কুলাউরার শিকড়িয়া সীমান্তের বাংলাদেশ অংশে গরুকে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে যায় পারভেজ হোসেন সাদ্দাম (১৫) ও ছিদ্দিক মিয়া নামে দুই বাংলাদেশী নাগরিক। এই সময় ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের মাগুড়উলি এলাকার বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের গুলি করলে সাদ্দাম নিহত ও ছিদ্দিক আহত হন।[১৮১]

৯৩. গত ২৬ মার্চ নওগাঁ জেলার পোরশা সীমান্তে বিএসএফ সদস্যরা গুলি করে আল আমিন (৩২) নামে এক বাংলাদেশী যুবককে হত্যা করে তাঁর লাশ নিয়ে যায়।[১৮২] একই দিনে লালমনিরহাট জেলার আদিতমারীর দুর্গাপুর সীমান্তে বিএসএফ সদস্যরা গুলি করে লিটন (১৯) নামে এক বাংলাদেশী তরুনকে আহত করে। এরপর বিএসএফর সদস্যরা গুরুতর আহত লিটনকে টেনে-হিঁচড়ে ভারতের অভ্যন্তরে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে লিটন মারা গেলে বিএসএফ তাঁর লাশ কালীগঞ্জ উপজেলার ঝাওরানী সীমান্তে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে। গত ২৯ মার্চ লালমনিরহাট জেলার বুড়িরহাট সীমান্তে মুরলি চন্দ্রসহ কয়েকজন বাংলাদেশী নাগরিক মেইন পিলার ৯১৩ কাঁটাতার সংলগ্ন এলাকায় যান। এই সময় ভারতের কুচবিহার জেলার সিতাই

---

[১৭৩] ডেইলি ইন্ডাস্ট্রি, https://dailyindustry.news/bangladesh-becomes-4th-largestremittance-source-for-india/

[১৭৪] মানবজমিন, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://mzamin.com/news.php?news=95965

[১৭৫] প্রথম আলো, ২৪ জানুয়ারি ২০২৪; https://epaper.prothomalo.com/Home/ShareArticle?OrgId=241aedd62bf&eid=1&imageview=0&epedate=24/01/2024&sedId=1

[১৭৬] সমকাল, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/220848/

[১৭৭] যুগান্তর, ২৩ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.jugantor.com/national/766377/

[১৭৮] নিউ এজ, ২৪ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.newagebd.net/article/223701/

[১৭৯] সমকাল, ২৮ জানুয়ারি ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/220200/

[১৮০] প্রথম আলো, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/g2lry1t9y3

[১৮১] সমকাল, ১৭ মার্চ ২০২৪; https://samakal.com/whole-country/article/228209/

[১৮২] সমকাল, ২৭ মার্চ ২০২৪; https://samakal.com/bangladesh/article/229700/

থানার ৭৫ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের সদস্যরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে তিন বাংলাদেশী নাগরিক গুলিবিদ্ধ হন। এরমধ্যে গুরুতর আহত মুরলি চন্দ্র মারা যান।[১৮৩]

৯৪. **জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র গুলিতে ৬ জন বাংলাদেশী নিহত এবং ৫ জন আহত হয়েছেন।**

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা ও মানবাধিকারকর্মীদের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন

৯৫. *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে সোচ্চার থাকা এবং ভিকটিম পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কারণে বিভিন্ন ধরনের ভয়-ভীতি, হয়রানি ও সহিংসতার শিকার হচ্ছেন।

৯৬. কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য টেকলিন নামে একটি মালয়েশিয়ান কোম্পানি স্থানীয় কিছু দরিদ্র মানুষের জমি পাঁচ বছরের জন্য ভাড়া নিয়ে চুক্তি করে। কিন্তু চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও তাঁদের জমি ফিরিয়ে না দিয়ে তা দখল করে রাখে। এই বিষয়ে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও দৈনিক কালবেলা'র মহেশখালী প্রতিনিধি রকিয়ত উল্লাহ গত ১৫ ফেব্রুয়ারি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। এর জের ধরে মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের 'সুমিতোমো' নামে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা কর্মকর্তা মেজর (অব:) মশিউর রহমান গত ১৮ ফেব্রুয়ারি রকিয়ত উল্লাহকে ডেকে নিয়ে একটি কক্ষে আটকে রেখে মারধর এবং প্রাণনাশের হুমকি দেয়।[১৮৪]

৯৭. ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী এবং গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. ইউনুসকে ছয়মাসের কারাদণ্ড দেয় আদালত।[১৮৫] আওয়ামী লীগ শাসনামলের প্রায় এক দশক ধরে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিচারিক হয়রানি ও ভয়ভীতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এই সময়ে মানি লন্ডারিং, দুর্নীতি ইত্যাদি অভিযোগে দায়ের করা ১৭৪ টি মামলার মুখোমুখি তিনি। সাজা ও মামলা দেওয়ার পাশাপাশি ড, ইউনুসকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করছে সরকার। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ড. মুহাম্মদ ইউনূস এক সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ করেন যে, গ্রামীণ ব্যাংক মিরপুরে টেলিকম ভবনে অবস্থিত গ্রামীণ টেলিকমসহ আটটি প্রতিষ্ঠান 'জবরদখল' করেছে। টেলিকম ভবনে ড. ইউনুসের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৬টি প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় রয়েছে। এরমধ্যে গ্রামীন ব্যাংক ৮টি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ নেয়। বিষয়টি নিয়ে পুলিশের কাছে গিয়েও কোন প্রতিকার পাননি বলে জানান ড. ইউনুস।[১৮৬]

[১৮৩] সমকাল, ৩১ মার্চ ২০২৪; https://samakal.com/index.php/whole-country/article/230241/

[১৮৪] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চট্টগ্রামের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[১৮৫] প্রথম আলো ১ জানুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/rmulny6aqc

[১৮৬] প্রথম আলো ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪; https://www.prothomalo.com/bangladesh/6eky8jcjoa

সুপারিশসমূহ:

১. বাংলদেশে গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দলীয় অন্তবর্তীকালীন সরকারে অধীনে এবং সবদলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অবিলম্বে একটি নির্বাচন প্রয়োজন।

২. সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। স্বাধীন বিচার বিভাগ ও বিচার ব্যবস্থার আওতায় আইনের শাসন পুনঃস্থাপন করতে হবে।

৩. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, নির্যাতন এবং অমানবিক ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৪. নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। সরকারকে নির্যাতনবিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে।

৫. গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদনসহ গুমের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ আইন তৈরী করতে হবে।

৬. কারা কর্মকর্তাদের অনিয়ম-অবহেলা-দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং কারাবন্দিদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নসহ সকল মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে।

৭. দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। নিপীড়ন বা সহিংসতার ভয় ছাড়াই জনগণকে সমাবেশ করার স্বাধীনতা দিতে হবে। বিরোধীদলীয় নেতাকর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়রানি ও গ্রেফতার বন্ধ করতে হবে। সকল রাজনৈতিক বন্দিদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

৮. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সাংবাদিকসহ সমস্ত মানবাধিকার কর্মীর বিরুদ্ধে দায়ের করা সবগুলো মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাঁদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিকস মিডিয়ার ওপর সরকার কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

৯. বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬, সন্ত্রাস দমন আইন ২০০৯ ও সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ সহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

১০. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে অপরাধীদের বিচার করে শাস্তি দিতে হবে। ধর্ষণকারীসহ নারীদের ওপর সহিংসতাকারীদের বিষয়ে সালিশ করা বন্ধ করতে হবে এবং নারীর বিচার প্রাপ্তির জন্য পুলিশকে সঠিকভাবে তদন্ত করে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখিন করতে হবে।

১১. সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় বিএসএফ কর্তৃক হত্যা, নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে এবং ভিকটিমদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ভারতকে দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত সংক্রান্ত চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক মেনে চলতে হবে। বাংলাদেশের প্রতি ভারতের আধিপত্য এবং আগ্রাসী আচরণ বন্ধ করতে হবে।

১২. মানবাধিকার সংগঠন ও মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নিপীড়ন, গোয়েন্দা নজরদারী ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর নিবন্ধন ফিরিয়ে দিতে হবে।